চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • সোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 September, 2020 ■ আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ১৬ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কাশফুল জানান দিচ্ছে দেবী দূর্গার আগমনী বার্তা। মঙ্গলবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

আরও ছয়জনের মৃত্যু নতুন আক্রান্ত ৫৬৬

জেলা হাসপাতালগুলিকে করোনা মোকাবিলায় শক্তিশালী করা হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত আরও ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার। প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃতের ঘটনায় আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে। এদিকে, মঙ্গলবার রাজ্যে নতুন করে ৫৬৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ৩৭৭৪ টি নমুনা পরীক্ষায় ওই করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে। বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪১৭০ জন।

স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এন্টিজেনে ২৯২১টি নমুনা পরীক্ষায় ৪৭৩ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিকে, ৮৫৩ টি আরটিপিসিআর পরীক্ষায় ৯৩ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিকে, জেলা ভিত্তিক আক্রান্তের হিসেবে উনকোটিতে৫১ জন, উত্তর ত্রিপুরায় ৩৬ জন, ধলাইতে ৭২জন, খোয়াইতে ২৯ জন, পশ্চিম ত্রিপুরায় ২৬৯ জন, সিপাহীজলায় ৩৪ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা ৪৪ জন এবং গোমতী জেলায় ৩১ জন কোভিড-১৯ পজেটিভ রয়েছেন।

এদিকে এদিন যে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে তাতে পশ্চিম জেলার তিনজন, গোমতী জেলার কেজন, ধলাই জেলার একজন এবং সিপাহীজলা জেলার একজন। অন্যদিকে এদিন রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৯৩ জন।

ত্রিপুরায় করোনা-র প্রকোপ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। তাই, কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় জনগণকে মুখে মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং করোনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সাব্রুম টাউন হল দক্ষিণী-তে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় অগ্রণী মহিলা কর্মীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী এই আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে দক্ষিণ জেলার চিকিৎসক, নার্স, আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, পুলিশ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী মিলে ২৪ জন অগ্রণী মহিলাকর্মীকে মুখ্যমন্ত্রী সংবর্ধনা স্মারক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রিমোট টিপে দক্ষিণ জেলার ১০০টি স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রের উদ্বোধন করে জনকল্যাণে উৎসর্গ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, এই স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রগুলি করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। তিনি জনগণকে আশস্ত করে বলেন, করোনাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে। জেলা হাসপাতালগুলিকেও করোনা মোকাবিলায় শক্তিশালী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভ্রাম্যমান রেল হাসপাতালের সূচনা রাজ্যে

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। মঙ্গলবার সাব্রুম রেলস্টেশনে ভ্রাম্যমান রেলওয়ে হাসপাতাল লাইফলাইন এক্সপ্রেসের সূচনা হয়েছে। ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং ইমপ্যাক্ট ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে আজ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে এই ভ্রাম্যমান রেল হাসপাতাল।

ভ্রাম্যমান রেল হাসপাতালের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, কোভিড-১৯ মোকাবিলার সাথে সাথে এই ভ্রাম্যমান রেল হাসপাতালে হাত, পা, চোখ, কান, ঠেঁট ও দাঁতের সার্জারি করা হবে। তাছাড়াও এখানে অন্যান্য রোগের সর্বাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি ধলাই জেলায়ও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার, গ্রহণ করলেন দায়িত্ব

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। দায়িত্ব গ্রহণ করলেন দেশের নতুন নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। এর আগে প্রাক্তন অর্থ সচিব ছিলেন রাজীব কুমার। সম্প্রতি তাঁকেই ভারতের নতুন নির্বাচন কমিশনার পদে নিযুক্ত করেছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। অবশেষে মঙ্গলবার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন তিনি।

কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অশোক লাভাসা। তাঁর জায়গাতেই রাজীব কুমার নতুন নির্বাচন কমিশনার পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। ১৯৮৪ ব্যাচের আইএএস অফিসার হলেন রাজীব কুমার। প্রসঙ্গত, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজে যোগ দিচ্ছেন অশোক লাভাসা।

সোনামুড়ায় অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী নিয়োগ ঘিরে ধুন্ধুমার কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ার সাহা পাড়ায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নিয়োগকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে সাহাপুরে একজন নতুন অঙ্গনারী কর্মী নিয়োগ করা হয় ।স্থানীয়দের অগ্রাধিকার না দিয়ে বহিরাগত একজনকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

বহিরাগতকে সাহাপুরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এলাকার লোকজন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দেন। এলাকার পুরুষ-মহিলা সকলেই আন্দোলনে শামিল হন। তাদের দাবি এলাকায় বেশ কয়েকজন শিক্ষিত মহিলা রয়েছেন ।তাদের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করার জন্য তারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন ।এলাকায় উপযুক্ত প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও কেন বহিরাগতকে এখানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করা হলো সেই প্রশ্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ২ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। কল্যাণপুর থানার পুলিশ পশ্চিম ঘিলাতলী গাও সভার দাওছড়া এলাকা থেকে এক নাবালিকা কন্যাকে অপহরণের দায়ে দুই জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা হলো মধুসূদন বার্মা ও তার স্ত্রী সুরভি তাঁতি ।ঘটনার বিবরণে জানা যায় প্রায় কয়েকমাস পূর্বে কল্যাণ পুর থানা এলাকার বাগান বাজার এলাকার এক নিকটাত্মীয়ের নাবালিকাকে অপহরণ করে তারা দুজনে মিলে গোহাটিতে নিয়ে যায় ।সেখানে এক মাস আটকে রাখার পর ওই নাবালিকা কন্যাকে অন্ধকার জগতে বিক্রি করে দেয়।

অসহায় নাবালিকা কন্যাটি কোনক্রমে এক গাড়ি চালকের হাত ধরে গোহাটি থানায় এসে হাজির হয়। সেখানকার পুলিশকে মেয়েটি যাবতীয় ঘটনা জানায় ।গোহাটি থানার পুলিশ এ বিষয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। সে অনুযায়ী নাবালিকা কন্যাটিকে গোহাটি থেকে কল্যাণপুরে পৌঁছে দেওয়া হয়। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে নাবালিকার নিকট-আত্মীয় মধুসূদন বার্মা এবং তার স্ত্রী সুরভি তাঁতিকে গ্রেফতার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার আগরতলায় একটি পরীক্ষা কেন্দ্রের জেইই এর পরীক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ম মেনে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে হলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়।

গান স্যালুট ও শ্রদ্ধায় বিদায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীকে

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দিল্লিতে শেষকৃত্য সম্পন্ন হল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের। মঙ্গলবার দিল্লির লোধী রোড মহাশ্মশানে গান স্যালুটের মাধ্যমে শেষ বিদায় জানানো হয় দেশের ১৩ তম রাষ্ট্রপতিকে। একইসঙ্গে অবসান হল প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বর্ণময় যুগের।

চিকিৎসাধীন থাকাকালীন প্রণবের কোভিড পজিটিভ রিপোর্ট এসেছিল। তাই দিল্লির রাজাজি রোডের বাড়ি থেকে শুরু করে লোধী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছড়ার জলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত এক, আহত সাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১ সেপ্টেম্বর।। ছড়ার জলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে মারপিট ।দা লাঠি দিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে চরম সংঘাত। তাতে মৃত ১ আহত উভয়পক্ষের ৭ জন পুরুষ মহিলা ও শিশু। থানায় মামলা। গ্রেফতার মজির উদ্দিন (৪৮), আয়াতুন নেছা(৩৮) এবং আব্বাস উদ্দিন (১৮) ।ঘটনা চুড়াইবাড়ি থানাধীন পূর্ব ফুলবাড়ি এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গতকাল সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন পূর্ব ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মজির উদ্দিন পিতা মশরফ আলীর যায়গার উপর দিয়ে একটি ছোট ছড়াতে পাশের বাড়ির আব্দুল নুরের ছেলে সুজেল উদ্দিন মাছ ধরতে এসেছিলো। তখন জায়গার মালিক মজির উদ্দিন, স্ত্রী আয়াতুন নেছা ও ছেলে আব্বাস উদ্দীন একত্রিত ভাবে দা ও লাঠি দিয়ে ঐ যুবকের উপর আক্রমণ চালায়। সুজেলের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে তার পরিবারের লোকজন বেরিয়ে ঘটনাস্থলে আসলে তাদের উপর চড়াও হয় মজির উদ্দিন তার ছেলে ও স্ত্রী।

তাদের দা ও লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত হন আব্দুল নুর, নুরুল হক, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধায়িকা কল্যাণী রায় ও পরিবারসহ দুই নিরাপত্তকর্মী করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। করোনা আক্রান্ত হলেন বিজেপির আরও এক বিধায়িকা। কল্যাণী রায় মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে একথা জানিয়েছেন। স্যোশাল মিডিয়ায় পোস্ট উল্লেখ রয়েছে তিনি এবং তার পরিবার সাথে দুজন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বিচক্র যানে চালক ও আরোহীর হেলমেট ব্যাবহার বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। এখন থেকে দ্বিচক্র যানে যারাই চলাচল করবেন, তাদের প্রত্যেকেই হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। ১ সেপ্টেম্বর থেকেই এই নিয়ম লাগু হয়ে গেছে গোটা রাজ্যেই। এতদিন কেউই এই নিয়মটা মানেননি। তবে এখন থেকে এই নিয়ম না মানলে চালক ও সহ চালককে দিতে হবে ফাইন। মোটর ভেহিকেল নিয়ম অনুযায়ী এই ফাইন দিতে হবে। এর মধ্যে যিনি চালক থাকবেন তার যদি হেলমেট না থাকে তাহলে সেকশন ১৯৪/ডি অনুযায়ী এক হাজার টাকা ফাইন দিতে হবে। একই ভাবে সহ চালক হিসেবে যিনি থাকবেন তার মাথায় ও যদি হেলমেট না থাকে, তাহলে সেকশন ১৯৪, সি অনুযায়ী তাকে ও এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। তত সঙ্গে যার নামে দিচক্র জানের লাইসেন্স রয়েছে সেটা তিন মাসের জন্য বাজেয়াপ্ত ও করা হবে। মঙ্গলবার ট্রাফিকের তরফে শহরের তিনটি জায়গায় এই অভিযান চালানো হয়। এদিন শুধু যান চালকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় ট্রাফিকের এই গাইডলাইন।

রাজ্যে আনলক প্রক্রিয়া জারি, আগরতলা পুর নিগম এলাকায় শুরু রাত ৮টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত কার্ফু

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। ত্রিপুরা সরকার লক্ষ্য করেছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কোভিড-১৯ সংক্রমণ বাড়ছে যা জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার পক্ষে বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। এমতাবস্থায় সংক্রমণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা না নিলে সংক্রমণ আরও বড় আকারে ছড়াতে পারে এবং জীবনহানির সম্ভাবনাও রয়েছে। ১১ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট ত্রিপুরায় কন্টেইনমেন্ট জোন-এ লকডাউন এবং তার বাইরে আনলক-২ বলবত ছিল। পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ত্রিপুরায় সংক্রমণের চেইনকে ছিন্ন করতে কিছু কিছু বিধিনিষেধ জারি রেখে আরও কিছু কার্যকলাপ পুনরায় চালু করা দরকার। যেহেতু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব ২৯ আগস্ট আদেশে কন্টেইনমেন্ট জোন-এ লকডাউন জারি রেখে তার বাইরে আরো কিছু কার্যকলাপ পুনরায় চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন তাই ত্রিপুরার মুখ্য সচিব স্টেট এগজিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এ প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে কন্টেইনমেন্ট জোন-এর বাইরে 'আনলক মেজারস ত্রিপুরা' জারি করেছেন। আদেশ কার্যকর থাকবে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তবে কন্টেইনমেন্ট জোন-এ লকডাউন ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আনলক প্রক্রিয়ায় ত্রিপুরায় বিভিন্ন বিধিনিষেধ কার্যকর হবে।

যেহেতু লকডাউন জারি থাকবে এসব এলাকায় জেলাশাসক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে থাকবেন। উতবিহীন কোভিড সংক্রমণ হলে তার চারপাশের কয়েকটা বাড়ি নিয়ে মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা যেতে পারে। এসব জোন-এ শুধুমাত্র জরুরী কার্যকলাপ চালু থাকবে, সেখানে যানবাহন আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকবে। শুধুমাত্র নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, ঔষধ, জীবিকার্জন সম্পর্কিত পরিবহন অনুমোদন থাকবে। তাছাড়া কন্টেইনমেন্ট জোন-এ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও পরিষেবা বাড়িতে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সংক্রমণের ধারা নিরূপণ, বাড়ি বাড়ি নজরদারি ও চিকিতা সংক্রান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। ১৪ দিন ধরে কোন নতুন সংক্রমণের ঘটনা ঘটলে কন্টেইনমেন্ট জোন অরেঞ্জ-জোন হিসেবে ঘোষণা করা হবে। কনটেইনমেন্ট জোন এর সর্বশেষ রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি যাওয়ার ১৪ দিন পর সংশ্লিষ্ট এলাকাটিকে কন্টেইনমেন্ট জোন'র আওতা থেকে বাদ দেওয়া হবে। সর্বশেষ রোগী আরটি-পিসিআর টেস্ট-এ নিগেটিভ হওয়ার ২৮ দিন পর সংশ্লিষ্ট জেলা/শহরকে রোগ মুক্ত বলে ঘোষণা দেওয়া হবে।

এদিকে, কনটেইনমেন্ট জোন-এর বাইরে (আনলক মেজারস) ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩১৯ ▫ ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ▫ ১৬ ভাদ্র ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সরকারকে আরও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে হইবে

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়া দেশব্যাপী মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ক্রমশ বাড়িয়া চলিতেছে। ভারতকে আজ অবহেলার খেসারত দিতে হইতেছে প্রাণের মূল্যে। যক্ষ্মা বা ডায়াবিটিসের মতো রোগের অতি দ্রুত বিস্তার ঘটিতেছে ভারতে, তাহা জানিয়াও সরকার প্রতিরোধে গা করে নাই। আজ সেই সকল রোগই মাথাব্যথার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ সেগুলি কোভিড-সংক্রমিত রোগীর প্রাণের ঝুঁকি কয়েক গুণ বাড়াইতেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক নির্দেশ দিয়াছে, সকল যক্ষ্মা রোগীর কোভিড পরীক্ষা করাইতে হইবে, এবং সকল কোভিড রোগীর যক্ষ্মা ও ডায়াবিটিসের পরীক্ষা করাইতে হইবে। ইহার একটি কারণ চিকিৎসাশাস্ত্রে নিহিত যক্ষ্মারোগীদের কোভিড-সংক্রমণের আশঙ্কা দ্বিগুণেরও অধিক। তাঁহাদের ক্ষেত্রে কোভিড সংক্রমণ অতি দ্রুত বাড়িয়া চলে, এবং মারাত্মক হইয়া ওঠে। তাই নূতন ও পুরাতন, সকল যক্ষ্মা রোগীরই কোভিড পরীক্ষা আবশ্যক। একটি প্রশাসনিক কারণও রহিয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর যক্ষ্মা রোগী নির্ণয় হইয়াছে ছাব্বিশ শতাংশ কম। রোগ কমে নাই, কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মীরা কোভিড নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত হইয়া পড়িবার জন্য যক্ষ্মার পরীক্ষা কমিয়াছে। যাহা বস্তুত কোভিড হইতে মৃত্যুহার বাড়াইয়া দিতে পারে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ইহাও মনে করাইয়াছে যে, যক্ষ্মা রোগীর যে-সকল আনুষঙ্গিক উপসর্গ সাধারণত দেখা যায়, যথা অপুষ্টি, ধূমপান, কিংবা এইচআইভি সংক্রমণ, সেইগুলিও কোভিড রোগীকে বিপন্ন করিবে। তেমনই, ডায়াবিটিস বা মধুমেহ রোগের উপস্থিতি কোভিড রোগীর অসুস্থতা গুরুতর হইয়া উঠিবার একটি প্রধান কারণ।

অচিকিৎসিত রোগের বিপুল বোঝা যে ঝুঁকি বাড়াইতেছে, সে তথ্য নূতন নহে। রক্তাল্পতা ও অপুষ্টির এক নীরব মহামারি নিরন্তর চলিতেছে। তদুপরি রহিয়াছে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা। গত বৎসরও ২৪ লক্ষ যক্ষ্মারোগী মিলিয়াছে, যাহার ৯০ শতাংশ নূতন সংক্রমণ। যক্ষ্মা নির্মূল করিবার লক্ষ্য হইতে ভারত বহু দূরে। সংক্রমণ বা নিরাময়ের সম্পূর্ণ চিত্রও সরকারের কাছে নাই, কারণ অনেকের চিকিৎসা হইতেছে বেসরকারি ক্ষেত্রে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের তথ্য নথিভুক্ত নহে। বৎসরে এখনও সাড়ে চার লক্ষ মৃত্যু ঘটিতেছে যক্ষ্মায়। ডায়াবিটিসও দ্রুত হারে বাড়িয়াছে, ভারতের ৭.৭ কোটি মানুষ আক্রান্ত, বিশ্বে প্রতি ছয় জন রোগীর এক জন ভারতীয়। ইহার অর্থ, এই দুইটি প্রধান রোগ, যাহা অন্য বহু রোগের সম্ভাবনা বাড়াইয়া দেয়, এবং প্রাণের ঝুঁকিও বাড়াইয়া দেয়, ভারতে অপ্রতিহত।

তাহার প্রধান কারণ অবশ্যই সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও দুর্বলতা। জনস্বাস্থ্যে সরকার কখনও যথেষ্ট বিনিয়োগ করে নাই। দ্বিতীয় কারণ, রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রকল্পগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রশিক্ষিত কর্মী নিযুক্ত করা হয় নাই। সর্বোপরি, রোগ নিয়ন্ত্রণের কার্যসূচি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে জানিয়াও সরকার প্রতিকারের কোনও উদ্যোগ করে নাই। ফলে সংক্রামক ও অসংক্রামক, দুই ধরনের ব্যাধিই নীরবে বাড়িয়া ক্রমাগত জনস্বাস্থ্যকে বিপন্ন করিতেছে। কর্মক্ষম ব্যক্তিদের অকালপ্রয়াণ বা রুগ্নতা ঘটাইয়া শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতা কমাইতেছে, চিকিৎসাব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করিতেছে। কোভিড-১৯ অতিমারি যদি উপেক্ষিত রোগগুলির প্রতি দৃষ্টি ফিরাইতে পারে, জনস্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উপকার হইবে। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় পরিস্থিতি মোকাবেলা করা আরও কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব সব দিক চিন্তা ভাবনা করিয়া স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও সুদৃঢ় করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়ানে শোকগ্রস্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এককালীন রাজনৈতিক প্রতিযোগীর মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না তিনি। মঙ্গলবার এমনটাই খবর মিলেছে তাঁর পরিবার সূত্রে।সোমবার সন্ধ্যায় প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবর পৌঁছতেই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।রাজনৈতিক মতাদর্শে পার্থক্য থাকলেও প্রণব মুখোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সম্পর্কে যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছাপ ফেলতে পারেনি তা আরও একবার স্পষ্ট হল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর পারিবারিক সূত্রে খবর, সিঙ্গুর আন্দোলনের সময়ও সেখানে কারখানা হওয়ার পক্ষেই সায় দিয়েছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। সম্পর্ক এতটাই গভীর ছিল বেশ কয়েকবার ফোন করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর খোঁজ নিতেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি।এছাড়াও প্রণব মুখোপাধ্যায় যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সেই সময়ও কখনও প্রকাশ্যে বিরোধে আসতে দেখা যায়নি এই দুই নেতাকে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীত্ব চলে যেতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ২০১২সালে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষে ২০১৭ সালে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অবসর নেন। এর আগে দক্ষতার সঙ্গে সামলেছিলেন অর্থমন্ত্রক। ইন্দিরা গান্ধীর সময় অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। এরপর পুনরায় একবার ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত অর্থ মন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। এর সাথেই দক্ষতার সঙ্গে সামলেছিলেন বিদেশ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকও। ছিলেন প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান। সামলেছেন শিক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্বও। কংগ্রেসের দলনেতা হিসেবে পাঁচবার রাজ্যসভায় নির্বাচিতও হয়েছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়।

পাঁচ দশকে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কখনোই প্রকাশ্যে কারো সঙ্গে বিরোধে আসতে দেখা যায়নি তাঁকে। এমনকি কোনরকম দুর্নীতিতেও নাম জড়ায়নি তার। তাই তার মত এরকম একজন সুদক্ষ রাষ্ট্রনেতার প্রয়াণে আজ বিরোধীদের চোখেও জল এসেছে।

প্রণববাবুকে যাঁরা সবচেয়ে বেশি অপমান করেছেন, তাঁরাই আজ মড়াকান্না কাঁদছেন” বিস্ফোরক দিলীপ

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি স): প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। আর এরপরেই মঙ্গলবার ”প্রণববাবুকে যাঁরা সবচেয়ে বেশি অপমান করেছেন, তাঁরাই আজ মড়াকান্না কাঁদছেন” এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, তার এত বড় রাজনৈতিক ক্যারিয়ার থেকে মানুষ বঞ্চিত হবেন। কয়েক দিনে আমরা তিনজন নেতাকে হারালাম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার চলছে। মুখ্যমন্ত্রী সব বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাইজ্যাক করে নিচ্ছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তারা কান্নাকাটি শুরু করেছেন যারা সবচেয়ে বেশি প্রণববাবুকে অপমান করেছেন অসম্মান করেছেন ভোটটা পর্যন্ত দেননি তারা আজ মরাকান্না কাঁদছেন। আমরা তো বিরোধী ছিলাম কোনদিনও কোন সহযোগিতা নিনি তবুও আমরা ওনাকে অভিভাবক মনে করতাম”।

প্রসঙ্গত, প্রণব মুখোপাধ্যায়ে করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই তার শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। গত ৯ আগস্ট তিনি নিজের বাড়িতে পড়ে যান। মাথায় আঘাত লাগে, অবশ হতে থাকে বাঁ হাতও। পরের দিনই তাই দিল্লির সেনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান, দ্রুতই অস্ত্রোপচার দরকার। অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করতে গিয়ে বোঝা যায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শরীরে বাসা বেঁধেছে করোনা ভাইরাস। গত দুদিন ধরে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। ফুসফুসে সংক্রমণের জেরে বাড়ে জটিলতা। কঠিন লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত সোমবার হার মানেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়।

নয়া শিক্ষানীতি কার্যকরের আগে দেশব্যাপী বিতর্ক হোক

নওফেল মহাঃ সফিউল্লা

ভারতবর্ষকে বলা হয় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। তাহলেএক দেশ এক পাঠক্রম হবে কীভাবে? কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদিত জাতীয় নিক্ষানীতি নিয়ে হাজারও বিতর্কের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে এই প্রশ্নটি। ওই নীতিতে বলা হয়েছে পাঠক্রম তৈরি হবে কেন্দ্রীয় ভাবে। সেই পাঠক্রম অনুসারে পড়াতে হবে সব রাজ্যকে। প্রশ্ন উঠছে, এই এক দেশ এক পাঠক্রমে কতটা শিখতে পারবে দেশের আসমুদ্র হিমাচল বর্ণময় ভারতের ছাত্রছাত্রীরা। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখিয়েছিল সারাদেশেই প্রাথমিক শিক্ষার ছবিটা অত্যন্ত বির্বণ। সমীক্ষার রিপোর্টে প্রকাশ, ২৪ টি রাজ্যের ২৬টি গ্রামীণ জেলার প্রথম শ্রেণির মাত্র ১৬ শতাংশ পড়ুয়া পাঠ্য বইয়ের বাক্য পড়তে পারে। ৪০ শতাংশ পড়ুয়া অক্ষর ভালোমতো চিনতে পারে না। মাত্র ৪১ শতাংশ পড়ুয়া দুই সংখ্যার অঙ্ক চিনতে পারে। কাজেই প্রশ্ন ওঠা যুক্তি সঙ্গত যে, সব রাজ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার ছবিটা যখন এত বিবর্ণ, তখন এক দেশ এক পাঠক্রম কতটা কার্যকর হবে? আদৌ কতটুকু শিখতে পারবে পড়ুয়ারা। এই প্রেক্ষাপটে নয়া শিক্ষানীতির বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। তবে এ প্রসঙ্গে ভাবার মতো বিষয় হলো, যখন করোনা সংক্রমণে জীবিকার ক্ষেত্রগুলি বন্ধ, শিক্ষা জগৎ, স্তব্ধ, দেশ ও মানুষ সর্ব অর্থেই বি'ন্ন তখনই কী নয়া শিক্ষানীতি গ্রহণের উপযুক্ত সময়। সরকার কোন বিরিখে সিদ্ধান্ত করলেন যে, জাতীয় শিক্ষানীতি অনুমোদনের এটাই প্রকৃষ্ট সময়? একথা ঠিক যে বিভিন্ন কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকেও পঠন ও পাঠন পদ্ধতির বিবর্তন চাই এমন দাবিও করা হয়েছে। নানা সংস্কারের প্রক্রিয়া গত তিন দশক ধরে আমাদের দেশে চলে আসছে। যে কোনও সরকারের আমলেই শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ কমছে। যার ফলে শিক্ষায় বেসরকারিকরণের রাস্তা ক্রমাগত প্রশস্ত হয়েছে। যদিও এবারের শিক্ষানীতির শুরুতেই স্বপ্ন দেখানো হয়েছে যে, জিডিপি'র ৬ শতাংশ ব্যয় করা হবে, কিন্তু যে দেশে স্বাস্থ্য খাতে জিডিপি'র মাত্র ১.২৯ শতাংশ ব্যয় করা হয়, সেদেশে শিক্ষার জন্য আদৌ ৬ শতাংশ ব্যয় করা সম্ভব কিনা ইতিমধ্যেই সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

এর মাঝে গত ২০১৯ সালে পেশ করা খসড়া নয়া জীতীয় শিক্ষানীতির প্রায় সবটাই অপরিবর্তিত রেখে কেন্দ্রীয় সরকার এই অতিমারী কালে সংসদকে এড়িয়ে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির চূড়ান্ত রূপটি সম্প্রতি মন্ত্রিসবায় অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে। যার মধ্য দিয়ে একথা নিশ্চিত রূপে বলা যায়, নয়া উদার অর্থনীতির যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, তা এই নতুন শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে আরও তীব্র হবে।

১৯৮৬ সালের পর আবার আমাদের দেশে ঘোষিত নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে দেশজুড়ে ইতিমধ্যে নানা বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই শিক্ষানীতি চালু করার আগে সরকারি উদ্যোগে ক্যাম্পসে ছাত্র, শিক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদ, শিক্ষা বিষয়ক গবেষকদের মধ্যে এই নতুন শিক্ষানীতির সামগ্রিক কাঠামো, উদ্দেশ্য, তাৎপর্য এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফল নিয়ে আলাপ-আলোচনা বিতর্কের পরিসর তৈরি করা প্রয়োজন ছিল। আমাদের দেশে শিক্ষা যেহেতু সংবিধানের যৌথ তালিকায় আছে, সে কারণে শিক্ষার খোলনলচে বদলেদে দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের আগে কেন্দ্রে উচিত ছিল শিক্ষার সর্বস্তরের মতামত গ্রহণ করা। কেন্দ্রীয় সরকার সেই পথে না হেঁটে কার্যত এক স্বৈরাচারী পদক্ষেপ গ্রহণ করল।

একটি দেশের শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে দেশের শাসকের ভাবাদর্শগত মুখ ফুটে ওঠে। আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর কিছু কথার মোড়কে এমনভাবে এই নীতি পেশ করা হয়েছে, যাতে সাধারণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। নয়া শিক্ষানীতিতে মুখস্থ বিদ্যার গুরুত্ব কমিয়ে ও সিলেবাসের বোঝা হ্রাস করে শিক্ষায় জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে সিলেবাস, পঠন পাঠন পদ্ধতি, পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে ১০ + ২ শি৭া ব্যবস্থা বদলে যাচ্ছে ৫+৩+৩+৪ ফর্মুলাতে । প্রাক প্রাথমিকের তিন বছর এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি নিয়ে প্রথম স্তর, তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির পর্যন্ত দ্বিতীয় স্তর, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তৃতীয় স্তর আর নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত চারটি সেমিস্টারের মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় পর্ব শেষ হবে। এছাড়াও তৃতীয় পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে রাজ্য বিদ্যালয় পরীক্ষা হবে। চেনা ছকের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। চেনা ছকের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থা থাকছে না। এই শিক্ষানীতির মধ্যে খুব সুন্দর কিছু শব্দবন্ধের দ্বারা বলা হচ্ছে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রতিভার বিকাশ ঘটাবে এই নতুন শিক্ষানীতি। শিক্ষার প্রতিটি স্তরে মাল্টি জিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের কথা বলা হয়েছে বারে বারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় আছে? শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বিরাট সংস্কার করতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠমো গড়ে তুলতে যে বিপুল পরিমাণ খরচ হবে তারজন্য শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বর্তমানের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি করতে হবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও বক্তব্য নেই এই শিক্ষানীতির মধ্যে বা এই শিক্ষানীতির প্রবক্তাদের মুখে। নতুন ব্যবস্থা শুরু করার আগে আমাদের দেশের বাস্তাব অবস্থার কথা বিবেচনা না করে জল মিশিয়ে কিছু ভালো ভালো কথা পরিবেশন করা হচ্ছে। আসলে পরিকাঠামোর দোহাই দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বাজারের হাতে তুলে দেওয়ার পথকে সুগম করা হবে এই শিক্ষানীতির বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে।

নতুন এই শিক্ষানীতির অনলাইন ব্যবস্থার উপর সার্বিকভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। অনলাইন ক্লাস, ডিজিটাল পাইব্রেরি, স্মার্ট ক্লাস রুম এই শব্দগুলো শুনতে ভালো লাগে কিন্তু এর সুযোগ কতজন গ্রহণ করতে পারবে? করোনা সংক্রমণের পরিস্থিতিতে আমরা লক্ষ্য করেছি অনলাইনের ক্লাসের মধ্য দিয়ে কীভাবে ছাত্রছাত্রীরা ডিজিটাল বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছে। এমনকি এই বৈষম্যের ফলে হতাশায় আত্মহত্যার মতো বেদনাদায়ক ঘটনা আমাদের দেশে ঘটেছে। ডিজিটাল বৈষম্য ঠেকিয়ে কীভাবে সকলের কাছে শিক্ষা পৌঁছনো যায়, সে কথা কি লেখা আছে এই নয়া শিক্ষানীতিতে? নতুন ব্যবস্থায় বৈষম্যের বিষ আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়বে না তো শিক্ষার অধিকারে? করোনা সংক্রমণে বিপন্ন দেশে কিএখন, শিক্ষানীতি অনুমোদনের উপযুক্ত সময়?

ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিক্ষায় ডিজিটাল রিসোর্সের ব্যবহার নিশ্চয়ই বাড়াতে হবে। তার জন্য সুনিশ্চিত করতে হবে প্রতিটি শিক্ষানী যাতে এই রিসোর্স ব্যবহারের সুযোগ পায়। কিন্তু এটা তখনই সম্ভব যখন শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকার নেবে। কিন্তু নতুন শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট সরকারের অভিমুখ যা শিক্ষার উপর সরকারের দায়মুক্ত হওয়ার দিকে এগোবে। ডিজিটাল রিসোর্সের অনেক উপকারিতা আছে, কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন ডিজিটাল রিসোর্স মানে শুধু অনলাইন ক্লাস নয়। আসলে এই শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষাদানে রক্তমাংসের অনুভূতিশীল শিক্ষককে সরিয়ে যন্ত্রে আমদানি করতে চায়। যন্ত্র কখনও শিক্ষাদান করতে পারে না, কিছু রসদ জোগাতে পারে মাত্র। যার ফলে পুঁজির স্বার্থে একদিকে যেমন শিক্ষাদানের সরকারের খরচ কমবে অন্যদিকে শিক্ষা থেকে বৈচিত্র্য, বহুমাত্রিকতা হারিয়ে যাবে। যার ফলে বাজারের প্রয়োজনে শিক্ষা দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার কারখানাতে পরিণিত হবে। সেই সঙ্গে দেশের বৃহৎ অংশের ছাত্রছাত্রী দক্ষকর্মী হাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না বাকিরা মজুরের কাজের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভর হবে। নতুন শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষা ও রিসার্চের ক্ষেত্রে যে প্রস্তাব আছে তার প্রভাব ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর হবে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে আর্যভট্ট, রবীন্দ্রনাথের দেশে বিদ্যাচর্চার দুর্দিন আসন্ন। এই নয়া শিক্ষানীতিতে স্নাতক স্তরে তিন বছর পড়লে স্নাতক ডিগ্রি দেওয়া হবে আর চার বছর পড়লে দেওয়া হবে ডিগ্রি ইউথ রিসার্চ। তবে এক বছর পরে ছেড়ে দিলে দেওয়া হবে ডিপ্লোমা ডিগ্রি, দু'বছর পড়েনল অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা ডিগ্রি, দু'বছর পড়লে অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা। এমফিল পুরোপুরি উঠে যাচ্ছে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায। সেই সঙ্গে উচ্চশিক্ষায় থাকবে তিন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রিসার্চ ইউনিভার্সিটি, টিচিং ইউনিভার্সিটি আর অটোনমাস কলেজ এক্ষেত্রে প্রশ্ন, রিসার্চ আর টিচিং এই দুটোকে কি আলাদাভাবে ভাবা যায়?

গবেষণার ব্যাপারে বিশ্বজুড়ে যারা সব থেকে এগিয়ে সেই আমেরিকাতেও আলাদা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকটি। যত নোবেল পুরস্কার প্রাপক আছেন, তাদের প্রায় সকলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত । এই রিসার্চ এবং টিচিংকে আলাদা করার প্রস্তাব আমাদের পিচনের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে গবেষণার জন্য এই শিক্ষানীতিতে সরকার ছাড়াও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থ বরাদ্দ করার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে বা এদের থেকে অর্থ জোগাড় করার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলা যায় শাসকও কর্পোরট সংস্থাগুলি তাদেরআধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে,তাদের ভাবাদর্শকে চ্যালেঞ্জ জানাবে এমন গবেষণার বিষয কখনও পাবে না। আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে বেসরকারি পুঁজিনির্ভর উচ্চশিক্ষায় মুক্তচিন্তার পরিসর ধাক্কা খাবে না তো?

সেই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইউজিসি বা এআইসিটি'র মতো সংস্থাগুলি উঠে যাচ্ছে বা তাকলে এদেরকী ভূমিকা হবে তা স্পষ্ট নয় এই শিক্ষানীতিতে। এই নয়া জাতীয় শিক্ষামীতির ত্রিভাষা ফরমূলা নিয়ে আমাদের দেশের দক্ষিণের রাজ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভারতীয় ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার নামে হিন্দি বা সংস্কৃত ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া কখনও সমর্থনযোগ্য নয়। এ সিদ্ধান্তে আদতে শিক্ষার্থীর বোঝা বাড়বে এবং আমাদের দেশের ভাষা-সংস্কৃতিগত বহুত্ববাদী ভাবধারার উপর আঘাত আসবে। সেই সঙ্গে দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যিকথা একবিংশ শতকের এই নতুন শিক্ষানীতির মধ্যে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য নিয়ে যত কথা বলা হয়েছে, তার ছিঁটেফোটাও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্যে তেমন কোনও ইঙ্গিত নেই। আমাদের দেশের বর্তমান সরকার শাসন ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য কথাটিকে অস্বীকার করে এক দেশ এক নীতি কার্যকর করার যে স্বৈরাচারী পদক্ষেপ গ্রহণের নীতি নিয়েছে, তা এই শিক্ষানীতিতেও বিরাজমান। শিক্ষা সংবিদানের যুগ্ম তালিকায় থাকলেও তা অস্বীকার করে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ধ্বংস করে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয়করণ করতে চাইছে এই সরকার। শিক্ষাকে বাঁধা ধরা ধাঁচে ফেলে বৈচিত্র ও বহুমাত্রিকতাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। সম্পূর্ণভাবে এই শিক্ষানীতির প্রয়োগের আগে সহিষ্ণুতার সঙ্গে সমস্ত রকমের বিতর্ককে স্বাগত জানানো হোক। সেই সঙ্গে বৈষম্যযুক্ত সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন নীতি প্রণয়ন করা হোক।

(সৌজন্যে: দ্য স্টেটসম্যান)

যে কবি ভাতের মধ্যে ওঙ্কারকে খুঁজে পেয়েছিলেন

শুভঙ্কর দাস

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সর্বহারা মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের উচ্ছ্বাস ঘটেছিল কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়। তাঁর কবিতার প্রতিটি ছত্রে মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও সংগ্রামের কথা চিত্রিত হয়েছে। নাগরিক অধিকারের জন্য লড়তে লড়তে তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন বিপ্লবের প্রতীক। তাঁর লেখনিতে ছিল প্রতিবাদের ভাষা যা একবিংশ শতাব্দী তৃতীয় দশকে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

শিক্ষাবিদ তথা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য পবিত্র সরকার জানিয়েছেন, বর্তমান ভারতীয় সমাজে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি মানুষের সংগ্রাম,জীবন, অভাব, নিপীড়ন কথা নিজের কবিতায় তুলে ধরেছেন। তাঁর কবিতার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। ভারতে আজও অভাব নিপীড়ন সমানভাবে বিদ্যমান। ফলে সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর কবিতার প্রাসঙ্গিকতা অপরিসীম।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাতের মধ্যে ওঙ্কারকে দেখতে পেয়েছিলেন। ৫০ কোটি মানুষের ক্ষুধার জ্বালা তাঁর কবিতার ছত্রে আলোকিত করে রয়েছে। বর্তমান সময়ের কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে কতটা অনুপ্রাণিত হচ্ছে এই যুগের কবিরা সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কবি মন্দাক্রান্তা সেন জানিয়েছেন, অসম্ভব অনুপ্রাণিত হই। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি যে হব সেটা উনি জানতেন। ”যখনই জোটে না খাদ্য ও বস্ত্র/দিগন্তে বেজে ওঠে যুদ্ধের বাদ্য,” ”অস্থির হইও না প্রস্তুত হও”, কবিতার এই লাইনগুলোর মধ্যে প্রতিবাদের বার্তা তিনি দিয়ে গিয়েছেন। তিনি রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান করে গিয়েছেন। তাঁর কলম আলোর পথের দিশারী। আক্ষেপের সুরে মন্দাক্রান্তা সেন জানিয়েছেন, ”ফেসবুকে লেখা আমার প্রতিবাদের কবিতা নিয়ে এখন

ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ হচ্ছে। যারা এমন কাজ করছে তারা হয়তো বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পড়েননি।”

শিল্পীর জীবনে কতটা প্রাসঙ্গিক এমন প্রতিবাদী কবিতা সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অভিনেতা বাদশা মৈত্র জানিয়েছেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনি এবং জীবন অন্য ধরনের চিন্তা করা মানুষদের কাছে প্রাসঙ্গিক এবং অবশ্যই মানুষের সুখ-দুঃখের কথা লিখতে গেলে প্রেমিক হতে হয়। ভালবাসতে হয়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রেমিক সত্ত্বার কথা উল্লেখ করে কৌশিক সেন জানিয়েছেন, ” আমার নাটকে কবিতার গুরুত্ব রয়েছে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনার পাশাপাশি তাঁর ভালোবাসার গল্প, ব্যর্থ প্রেমের উপাখ্যান গুলি অজানা ছিল।

সম্প্রতি তা আমার কাছে উন্মোচিত হয়েছে।”

বাংলা সাহিত্য ও কাব্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে মানকর কলেজের বাংলার অধ্যাপক ড় অরিজিৎ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ১৯২০ সালের ২ রা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তাঁর কাব্য চেতনায় সামাজিক দৃষ্টিকোণ বাংলা সাহিত্যে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। আমার ভারতবর্ষ কবিতায় ৫০ কোটি নগ্ন মানুষের যারা সারা দিন রৌদ্রে খাটে, সারা রাত ঘুমোতে পারে না। তাদের কথা তুলে ধরে ছিলেন তিনি।

বর্ষীয়ান সিপিআইএম নেতা ও প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ দাশ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নতুন কবিতা মরমী, দরদী ছিলেন। মাটির গন্ধকে তারা খুব কাছ থেকে অনুভব করেছিলেন।

সেই কবির বড় অভাব বর্তমান সময়। শঙ্খ ঘোষ বাদে আর কারো কবিতাই হৃদয়কে স্পর্শ করে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে সংবাদপত্রের যে সব না বলা মানবিক কাহিনীগুলি মুদ্রিত হয় না। সেখান থেকেই শুরু হয় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা। স্বাধীনতা ও সাফল্যের ঝলকানির মাঝে মানুষের ঘাম রক্ত অশ্রু কথা বলে চলেন তিনি। দেশ বলতে শুধু পর্বতমালা আর অট্টালিকা নয় মানুষ নিজেই যে একটা রক্তমাংসের দেশ তা বারে বারে উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার ত্রিপুরা স্টেট এনএনএস সেল এক র‍্যালীর আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

কোভিডে মৃত্যু মহিলার, প্রশাসনের দ্বিচারিতা, অবশেষে মায়ের মুখাগ্নি করলেন শোকাহত পুত্ররা

পাথারকান্দি (অসম), ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কোভিড আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে পাথারকান্দির নব্বই বছরের পুস্পা রানি বর্ধন নামের বৃদ্ধ মহিলার। রবিবার সকাল দশটা নাগাদ মহিলার মৃত্যু ঘটলেও মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত গাফিলতি ও প্রশাসন বনাম মৃতের পরিবারের মধ্যে একপ্রস্থ নাটকের পর সোমবার রাতে প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে করিমগঞ্জে বৃদ্ধার তিন ছেলে পিপিই কিট পরিধান করে মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছেন।

প্রশাসনিক মারপ্যাঁচে কোভিড আক্রান্ত জন্মদাত্রী মায়ের শেষকৃত্য করতে পারবেন কিনা তা নিয়ে চরম হতাশায় ছিলেন পাথারকান্দি থানার বৈঠাখাল বস্তির প্রয়াত মনোরঞ্জন বর্ধনের তিন পুত্র সুনীল, নিবাস ও রাখাল। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোভিড রোগীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ বৃদ্ধার তিন সন্তানদের চিরদিন কুঁড়ে কুঁড়ে খাবে। রবিবার কোভিড আক্রান্ত হয়ে পাথারকান্দির এই মহিলার মৃত্যুর পর মৃতদেহ সৎকারের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে মরদেহ বাড়িতে নিয়ে যাবার অনুমতি চাইলে কর্তৃপক্ষ সাড়া দেননি। তিতিবিরক্ত হয়ে হতভাগ্য মহিলার ছেলেরা জানান, ২৪ ঘণ্টা পর সোমবার মরদেহ নেওয়ার জন্য ডাক আসে।

তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন থেকে পাথারকান্দি থানার আওতাধীন বৈঠাখাল বস্তির প্রয়াত মনোরঞ্জন বর্ধনের স্ত্রী পুষ্পরানি বর্ধন টাইফয়েড রোগে ভুগছিলেন। শনিবার হঠাৎ করে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পাথারকান্দি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এখানে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে কোভিড ধরা পড়ে। চিকিৎসক ডা. প্রদীপ কুমার দে তাঁকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়ার পর রবিবার সকাল দশটা নাগাদ পুস্পা রানিকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

মায়ের মৃতদেহ সৎকারের জন্য পাথারকান্দির বৈঠাখালের বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করার আগেই ছেলেকে অজ্ঞাত রেখে একটি কক্ষে মৃতদেহটি প্লাস্টিকে মোড়ে বিশেষ অ্যাম্বুলেন্সে করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়, অভিযোগ বৃদ্ধার পুত্রদের। ফলে খালি হাতেই ফিরতে হয় তাঁদের।

উল্লেখ্য, করিমগঞ্জ স্টেশন রোডের রাজা রায়চৌধুরীর মা শিপ্রা রায়চৌধুরীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। গত ২৬ আগস্ট রাত আনুমানিক পৌনে বারোটা নাগাদ মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে শেষবারের মতো তাঁর মুখ দর্শনের জন্য পথ চেয়ে বসেছিলেন ছেলে রাজা রায়চৌধুরী সহ পরিবারের লোকরা। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের অন্ধকারে রেখে মৃতদেহ জেলার ব্রজেন্দ্র রোডের বৈদ্যুতিক শ্মশানে সৎকার করেছে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন।

করিমগঞ্জের প্রয়াত শিপ্রা রায়চৌধুরীর হৃদয়বিদারক ঘটনার তিক্ত অভিজ্ঞতায় পাথারকান্দির প্রয়াত পুস্পা রানি বর্ধনের অসহায় তিন ছেলে মায়ের শেষকৃত্যের আশা ছেড়ে দিয়ে হিন্দু শাস্ত্রমতে সকল ক্রিয়াকলাপ প্রায় সেরে নেন তাঁরা।

এদিকে সোমবার সকালের দিকে প্রশাসনের তরফ থেকে মৃতদেহ সমঝে নেওয়ার জন্য মৃতের পরিবারের লোকদের ফোন করে জানানো হলে এখন তাঁরা মৃতদেহটি সমঝে নেবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন। এনিয়ে গোটা দিনব্যাপী বর্ধন পরিবারের লোকদের নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সহ প্রশাসন স্তরের আধিকারিকদের দফায় দফায় আলোচনা হয়। শেষমেষ তিন ভাই করিমগঞ্জে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী মুখাগ্নি করেন। এ ঘটনায় জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের অপরিপক্কতার জন্য সমগ্র পাথারকান্দি জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া বিরাজ করছে।

করিমগঞ্জে বিএসএফের হাতে ২০.৩৫ লক্ষ টাকার বার্মিজ সিগারেট সহ ধৃত তিন

করিমগঞ্জ (অসম), ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার বার্মিজ সিগারেট সহ এর সঙ্গে জড়িত তিন যুবককে আটক করেছে বিএসএফের গোয়েন্দা বিভাগ। এক গোপন খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার বিকেল প্রায় চারটে নাগাদ বিএসএফের গোয়েন্দা বিভাগ ৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে এক অভিযানে নেমে সাফল্য লাভ করে। সেই সঙ্গে এএস ১০ এসি ৩৪৯৫ নম্বরের একটি ৪০৭ মিনিট্রাকও আটক করেছে বিএসএফ।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ ৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা করিমগঞ্জের পোয়ামারা বাইপাসে ওত পেতে বসে থাকেন। বিকেল তখন প্রায় চারটা। পাথারকান্দি থেকে একটি ৪০৭ মিনিট্রাক করিমগঞ্জ অভিমুখে আসার পথে বিএসএফের গোয়েন্দা বিভাগের জওয়ানরা মিনিট্রাকটিকে আটক করে তাল্লাশি চালান। আর এতেই ঝুলি থেকে বেড়াল বেড়িয়ে আসে। বিএসএফের তাল্লাশিতে আটক মিনিট্রাক থেকে ৩ হাজার ৭০০ প্যাকেট বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করে বিএসএফ। একই সঙ্গে মিনিট্রাকের চালক সহ তিন যুবককে আটক করা হয়।

আটক তিন যুবকদের নিলামবাজার থানার অন্তর্গত লামাবাহাদুরপুর গ্রামের রেজাউল হক (২৯), কেউটকোণা গ্রামের ইমদাদুল্লাহ খান (২৪) এবং শ্রীকৃষ্ণনগর কলোনির আরিয়ান দাস (১৮) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। আটক তিন যুবক বিএসএফের কাছে স্বীকার করেছে, তাঁরা প্রায়ই মিজোরামের কানমুন থেকে মায়ানমারে তৈরি পিকক, ক্লাসিক এবং উয়িং ব্র্যান্ডের সিগারেট এনে থাকে। আর এ সব সামগ্রীর মালিক হল করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন কানিশাইল এলাকার জনৈক আব্দুল বারী। উদ্ধারকৃত সিগারেটের ভারতীয় বাজার মূল্য ২০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা বলে বিএসএফ সূত্রের খবর।

মিনিট্রাক সহ উদ্ধারকৃত বিশাল পরিমাণের বার্মিজ সিগারেট ও আটক তিন যুবককে বিএসএফ করিমগঞ্জ সদর থানায় সমঝে দিয়েছে।

লকডাউনের মধ্যে অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য চোরাইবাড়ি পুলিশ গেট সহ বাজারিছড়া থানা, পাথারকান্দি থানা, নিলামবাজার থানার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বিদেশি সিগারেট বোঝাই মিনিট্রাকটি কী ভাবে করিমগঞ্জ পর্যন্ত এসে পৌঁছল, এ নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনমনে বিস্তর অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে।

কাছাড়ে এলপিজি পরিবাহী ট্রাক ইউনিয়নের ধর্মঘটের ছয় দিন, নির্বাক প্রশাসন, বরাকে গ্যাসের সংকট

বড়খলা (অসম), ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : টানা ছয়দিন থেকে অব্যাহত এলপিজি পরিবাহী ট্রাক ইউনিয়নের অবস্থান ধর্মঘট। কাছাড় জেলার বড়খলায় লাগাতার ছয় দিন ধরে চলছে এলপিজি পরিবাহী ট্রাক ইউনিয়নের আন্দোলন।

কিন্তু প্রশাসনের তরফে নেই কোনও হেলদোল। ফলে বরাকে রান্নার গ্যাসের সংকট দেখা দেওয়ার উপক্রম হয়েছে। বিভিন্ন ন্যায্য দাবির প্রেক্ষিতে রন্ধন গ্যাস সিলিন্ডার পরিবাহী গাড়ি মালিক সংস্থা 'বরাকভ্যালি প্যাক্ট এলপিজি ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়ন' আহূত অবস্থান ধর্মঘটের ছয় দিন পেরিয়ে গেলেও প্রশাসন কিংবা আইওসি কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চলমান এই আন্দোলনকে প্রথমদিকে প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করে বানচাল করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন ইউনিয়নের কর্মকর্তারা। ইউনিয়ন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভেস্তে দেওয়ার চক্রান্ত কোনওভাবে ফলপ্রসূ হবে না। তাদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ভাবে চলছে, চলবেও। ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রশাসনিক যন্ত্র কাজে লাগিয়ে আন্দোলনকারীদের হেনস্তার কোনও প্রকার কূটচাল বরদাস্ত করা হবে না বলে ইউনিয়ন স্পষ্ট জানিয়েছে।

এ ধরনের অপচেষ্টা করা হলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে। সমগ্র রাজ্য জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুঙ্কার দিয়েছে বরাক ভ্যালি প্যাক্ট ইউনিয়ন।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ধর্মঘটের ছয়দিন। এদিন সংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বরাক ভ্যালি প্যাক্ট এলপিজি ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নের সম্পাদক কঙ্কন শিকদার বলেন, শুধু বরাক উপত্যকায় নয়, এই আন্দোলন সমগ্র রাজ্য জুড়ে চলছে। তবে অনুতাপের বিষয়, অবস্থান ধর্মঘটের ষষ্ঠ দিনেও বিভাগীয় স্তরে কোনও হেলদোল নেই। শিকদার বলেন, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করেই গ্যাস পরিবাহী গাড়ি মালিকদের পক্ষে তাঁদের যান চালানো মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিকদার আরও জানান, আইওসি কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি না মেনে প্রশাসনিক শক্তি প্রয়োগ করার অপচেষ্টা করছে। এ বিষয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন ইউনিয়নের কুমারজিৎ দেব, পঙ্কজ নাথ, বীরেন সিং, রাজেন সিং প্রমুখ।

অনির্দিষ্টকালের এই ধর্মঘটের ফলে অচলাবস্থার মুখে বড়খলার জারইলতলা গ্যাস বটলিং প্ল্যান্ট। সিলিন্ডার পরিবাহী অসংখ্য গাড়ি আটকে রয়েছে প্ল্যান্ট চত্বর সংলগ্ন শিলচর-জয়ন্তিয়া সড়কে। এমন পরিস্থিতিতে বরাক সহ পার্শবর্তী রাজ্যে রন্ধন গ্যাসের আকাল পরিস্থিতি দেখা দেওয়ার আশঙ্কা তীব্রতর হচ্ছে।

ভারতে অস্ট্রেলিয়ার বানিজ্য দূত নিযুক্ত হলেন মাথু হেডেন

ক্যানবিরা, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভারতে অস্ট্রেলিয়ার বানিজ্য দূত অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন বাঁ-হাতি ওপেনার ম্যাথু হেডেন। ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ভারতের মাটিতে অন্যতম সফল এই ক্রিকেটারকে নিয়োগ করল অস্ট্রেলিয়া সরকার। তাঁর সঙ্গে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাজনীতিবিদ লিসা সিং-কে।

৪৮ বছর বয়সি বাঁ-হাতি ওপেনার হেডেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সুনামের সঙ্গে দীর্ঘদিন খেলেছেন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১০৩টি টেস্ট এবং ১৬১টি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেছেন। ৪০টি আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির মালিক ১১ বছর আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। ব্যাট হাতে ভারতের মাটিতে ভারতীয় স্পিনারদের সামনে চিনের প্রাচীর হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকতেন হেডেন। ক্রীড়াঙ্গনে তাঁর অসামান্য সাফল্যের জন্য ২০১০ সালে তাঁকে 'অর্ডার অফ অস্ট্রেলিয়া' সম্মানে ভূষিত করা হয়। ২০১৮ সাল থেকে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ইনগেজমেন্টের বোর্ড সদস্য হিসেব দায়িত্ব পালন করে আসেছেন হেডেন।

আর লিসা সিং ২০১০ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ফেডারেল সিনেটে তাসমানিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহ্যের স্বরূপ ভারত সরকার দ্বারা প্রবাসী ভারতীয় সম্মান পুরস্কার পেয়েছেন লিসা সিং।

ডিমা হাসাওয়ে অপহৃত প্রভাত ডিব্রাগেডেকে উদ্ধারের দাবিতে কালাচান্দে ধরনা-বিক্ষোভ

হাফলং (অসম), ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার কালাচান্দ চান্দপুর নগরের বাসিন্দা অপহৃত প্রভাত ডিব্রাগেডেকে উদ্ধারের দাবিতে মঙ্গলবার কালাচান্দে ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন, অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন সহ বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠন এবং স্থানীয় শতাধিক সাধারণ মানুষ ধরনা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। প্রতিবাদকারীদের একটাই দাবি, অবিলম্বে প্রভাত ডিব্রাগেডেকে উদ্ধার করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত ২১ আগস্ট প্রভাত ডিব্রাগেডেকে জনৈক যুবতী সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ ফোন করে তার ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যায় কালাচান্দ এলাকার রেল লাইনের পাশে। কিন্তু সেখানে আগে থেকেই অপেক্ষারত তিন দুষ্কৃতকারী প্রভাতকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তারা প্রভাতকে নিয়ে যাওয়ার সময় যুবতীটিকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। তার পর থেকে প্রভাত ডিব্রাগেডের কোনও খবর নেই।

প্রভাতের পরিবারের পক্ষ থেকে অপহরণ সংক্রান্ত মাইবাং থানায় এক এজাহার দাখিল করা হয়েছে। কিন্তু এর পর এই অপহরণের ঘটনার ১২ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অথচ ও মাইবাং পুলিশ প্রভাত ডিব্রাগেডেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি।

এদিকে মাইবাং থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রভাত ডিব্রাগেডের অপহরণের সঙ্গে যুক্ত বলে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের দুই সঙ্গী এখনও পলাতক। তবে পুলিশ এদের সন্ধানে অভিযান অব্যাহত রেখেছে। অন্যদিকে অপহরণের সঙ্গে ধৃত দুজনের মধ্যে একজন পুলিশের জেরায় নাকি স্বীকার করছে যে, প্রভাতকে অপহরণের পর তারা তাকে মেরে ফেলেছে। মেরে তার দেহ রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের কোন জায়গায়

ছয়ের পাতায়

দায়িত্ব নিলেন আলগাপুরের নয়া সার্কল অফিসার সপ্ততী এন্দো

হাইলাকান্দি (অসম), ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত আলগাপুরের সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগ দিলেন সপ্ততী এন্দো। আজ মঙ্গলবার হাইলাকান্দি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রদীপ গুপ্তার কাছ থেকে সপ্ততী আলগাপুরের দায়িত্বভার সমঝে নিয়েছেন।

আসাম সিভিল সার্ভিস (এসিএস)-এর ২০১৫ ব্যাচের সপ্ততী করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগরে একই পদে কর্মরত ছিলেন। ২০১৫ সালের ১২ অক্টোবর প্রথম ওদালগুড়ি জেলার একস্ট্রা অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার পদে যোগদান করেন শিলচরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুসন্তান সপ্ততি এন্দো। সেখানে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ভেরগাঁও মহকুমাশাসকের অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ২০১৭ সালের ১ এপ্রিল তিনি বদলি হয়ে রামকৃষ্ণনগরে আসেন। নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালনের জন্য সমগ্র রামকৃষ্ণনগর এলাকার জনমানসে সুনাম কুড়িয়েছেন সপ্ততী।

উল্লেখ্য, অগপ সরকারের আমলে শিলচর মিউনিসিপাল বোর্ড ও শিলচর ডেভেলপমেন্ট অথোরিটির চেয়ারম্যান তথা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব সন্দীপন এন্দোর সুযোগ্য কন্যা সপ্ততী এন্দো আলগাপুরে সার্কল ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বভার গ্রহণ করায় এলাকায় খুশির হাওয়া বইছে। বিভিন্ন মহল থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

এদিকে রামকৃষ্ণনগরে সপ্ততীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ২০১৬ ব্যাচের এসিএস ভ্যানলাল লিমপুইয়া নামপুই। ২৬ আগস্ট নামপুইয়ের হাতে দায়িত্বভার সমঝে দেন সপ্ততী। হাফলঙের বাসিন্দা নামপুই দক্ষিণ শালমারার নির্বাচন আধিকারিক পদে ছিলেন।

দেশের অকৃত্রিম বন্ধুকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বুধবার রাষ্ট্রীয় শোক পালন বাংলাদেশে

ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সোমবার প্রয়াত হয়েছেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। প্রিয় 'বান্ধবের' চলে যাওয়ার শোকে কাতর গোটা বাংলাদেশ। উপমহাদেশের রাজনীতির চাণক্য ও দেশের অকৃত্রিম বন্ধুকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে নজিরবিহীনভাবেই একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশ সরকার। বুধবার দেশে পালন করা হবে রাষ্ট্রীয় শোক। অর্ধনমিত রাখা হবে জাতীয় পতাকা।

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মৃত্যুর খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৭৫ সালের ১৫ অগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরে অথৈ জলে পড়া শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানাকে বড় দাদা ও অভিভাবকের মতো আগলে রেখেছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে বরাবরই নিজের দাদার মতোই সম্মান জানাতেন বঙ্গবন্ধু কন্যা।

মঙ্গলবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শোকবার্তায় বলেছেন, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একজন রাজনীতিবিদ ও আমাদের পরম সুহৃদ হিসেবে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অনন্য অবদান কখনই বিস্মৃত হওয়ার নয়। আমি সবসময় মুক্তিযুদ্ধে তার অসামান্য অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। ১৯৭৫ সালের ১৫ অগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর ভারতে নির্বাসিত থাকাকালীন প্রণব মুখোপাধ্যায় আমাদের সবসময় সহযোগিতা করেছেন। এমন দুঃসময়ে তিনি আমার পরিবারের খোঁজখবর রাখতেন এবং যে কোনও প্রয়োজনে আমার ছোট বোন শেখ রেহানা ও আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। দেশের ফেরার পরও প্রণবদা সহযোগিতা এবং উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি আমাদের অভিভাবক ও পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। যে কোনও সঙ্কটে তিনি সাহস জুগিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারত হারালো একজন বিজ্ঞ ও দেশপ্রেমিক নেতাকে, আর বাংলাদেশ হারালো একজন আপনজনকে। তিনি উপমহাদেশের রাজনীতিতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে বেঁচে থাকবেন।'

বাংলাদেশে নতুন করে সংক্রামিত আরও ১ হাজার ৯৫০ জন, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৪৬

ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দেশে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের বেলাগাম সংক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আরও এক হাজার ৯৫০ জন সংক্রমিত হওয়ায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৪৬ জনে।

দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয়েছে, 'গত ২৪ ঘন্টায় দেশে ১২ হাজার ২০৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ১৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৪১২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। নতুন করে মারণ ভাইরাসের বলি হয়েছেন ৩৫ জন। এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ৪ হাজার ৩১৬ জন। পাশাপাশি করোনাকে হারিয়ে নতুন করে সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ২৯০ জন। এই নিয়ে মোট সুস্থ হলেন ২ লক্ষ ৮ হাজার ১৭৭ জন। সক্রিয় করোনা রুগীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৪ হাজার ২৫৩ জনে।'

২ অক্টোবর থেকে অরুণোদয় প্রকল্প অসমে, বিধানসভায় বিস্তৃত তথ্য অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী ২ অক্টোবর থেকে অসমে অরুণোদয় প্রকল্পের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। মঙ্গলবার বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন এই প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এই প্রকল্পের সুবিধা কে বা কারা পাবেন এবং কারা পাবেন না, তারও বিস্তারিত জানিয়েছেন মন্ত্রী।

অর্থমন্ত্রী জানান, অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধা পেতে বেশ কিছু শর্তাবলি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। শর্তগুলি যথাক্রমে সুবিধাভোগীকে হতে হবে গরিব এবং অবশ্যই মহিলা। তাঁর পরিবারে কেউ বিশেষ সক্ষম তথা দিব্যাঙ্গ অথবা বিধবা, অবিবাহিত বা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে এমন মহিলা থাকতে হবে। তবে এ সব থাকলেও পরিবারের কোনও ব্যক্তি যদি সরকারের অধীনে কাজ করেন কিংবা চাকরিজীবী হন তা হলে অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না। এছাড়া যদি কারোর ১৫ বিঘার কম জমি থাকে এবং বার্ষিক আয় ২ লক্ষ টাকার কম হয়, তা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। তৃতীয়ত, চার চাকার গাড়ি, ফ্রিজ এবং টর্যাক্টর আছে এমন ব্যক্তিও পাবেন না এই প্রকল্পের সুবিধা।

প্রসঙ্গত, অরুণোদয় প্রকল্পের বলে চাল, চিনি, ডাল ছাড়াও প্রতি মাসে ৮৩০ টাকা করে নগদ লাভ করবেন সুবিধাভোগীরা। তাছাড়া পূজা, বিহু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা স্কুল কলেজে ভরতির সময় সুবিধাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০০০ টাকা করে জমা দেওয়া হবে, জানান অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বিধানসভায় মন্ত্রী আরও জানান, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সুবিধাভোগীদের শানাক্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এর মধ্যে যদি কেউ ভুয়ো তথ্য দিয়ে এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে যান এবং ধরা পড়েন, তা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি জানান, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ সম্পর্কিত ফর্ম পূরণের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, পরিবারের একজন বিশেষ মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী হতে পারবেন। আগামী ২ নভেম্বর থেকে প্রথম কিস্তির টাকা ধন সুবিধাভোগী মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে যাবে। মন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকারের আর্থিক অবস্থা উন্নত হলে পর্যায়ক্রমে টাকার এই অঙ্ক বাড়ানো হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আজ ছিল অসম বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন। অধিবেশন শুরুর আগে সদনে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়েছে। কোভিড প্রটোকল মেনেই চলেছে অধিবেশনের কাজকর্ম। কোভিড নিয়ন্ত্রণ এবং সংক্রমিতদের জন্য সরকার কোথায় কত টাকা কীভাবে খরচ করছে সে সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছে আজকের অধিবেশনে।

করোনা আক্রান্ত ডেভিড সিলভা

মাদ্রিদ,১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : স্প্যানিশ এই তারকা ফুটবলারের ডেভিড সিলভা করোনা আক্রান্ত। তাঁর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। প্রাক্তন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি-র এই খেলোয়াড় এখন আইসোলেশনে রয়েছেন। তবে তাঁর কোনও উপসর্গ দেখা দেয়নি।

রিয়াল সোসিয়াদের তরফে জানানো হয়েছে যে, প্রথম টেস্ট নেগেটিভ এলেও গত ৭২ ঘন্টায় সিলভার দ্বিতীয় টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁর প্রথম পিসিআর টেস্ট শুক্রবার লাস পালমাস ডি-তে হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার টেস্টটি পলিক্লিনিকা গিপুজ্জোয়ায়। দ্বিতীয় টেস্টেই ডেভিড সিলভার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে বলে সোসিয়াদের তরফে সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তাঁকে স্বাস্থ্যকর্তারা পর্যবেক্ষণে রেখেছে।

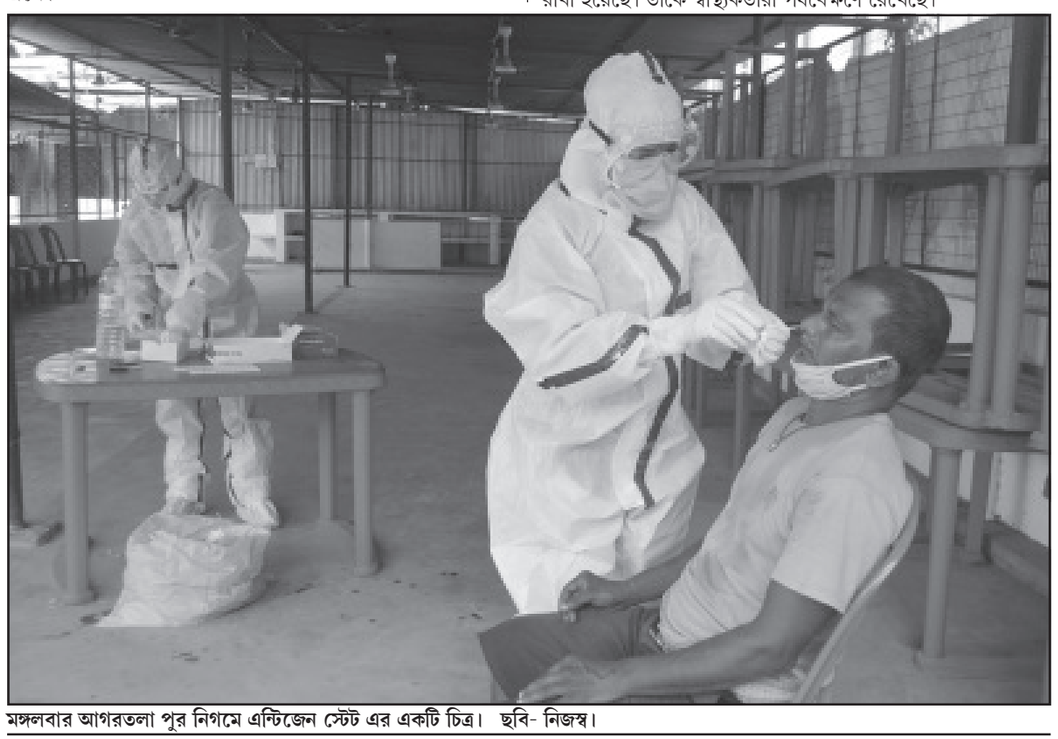

মঙ্গলবার আগরতলা পুর নিগমে এন্টিজেন স্টেট এর একটি চিত্র। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

একমুঠো মুগ্ধ অঞ্জন

আমাদের যাদের যৌবন শুরু হয়েছিল নব্বইয়ের দশকে, তারা বহু নির্ঘুম রাত কাটিয়েছি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' শুনে। নীলচে পাহাড়ের কোল থেকে উঠে আসা এক অদ্ভুত সরল মানুষের মহানাগরিক কোলাহলে ডুবে যাওয়ার গল্প আমাদের মনে দাগ কেটেছে। 'বেলা বোস' শুনে বিহ্বল হয়েছি, না, প্রেমের গল্পে নয়, রাস্তার পাশের সস্তা কেবিনের দিনগুলো শেষে হয়ে লাল-নীল সংসারের গল্প শুরু হওয়ার আশ্বাসে ফোনের ওপারে চুপ করে থাকা কারও ব্যথাতুর গল্পের আভাস পেয়ে। 'মেরী আন' শুনে স্কুলদিনের প্রেমের গল্প মনে পড়ে বিনিদ্র রজনী কাটাননি, এমন মানুষ কম আছেন। কিংবা অঞ্জনের সেই ট্রেডমার্ক গান, পাড়ায় ঢুকলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেওয়ার গল্প ছিল নব্বইয়ের দশকে আমাদের ব্যাপক উদ্দীপনার দিনগুলোর প্রতিচ্ছায়া।

কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে আমাদের ভালো লেগেছিল বৃষ্টির গান। তখন ছিল ফনিক্স সাইকেলের দিন। মফস্বল শহরের পিচঢালা রাস্তায় অঞ্জনের মতো কালো চশমা চোখে ভিজতে ভিজতে আমরা বেসুরো গাইতাম 'আমি বৃষ্টি দেখেছি'। পুরো নব্বই অঞ্জন আমাদের মাতিয়ে রেখেছিলেন সুরে। তখনো আমরা টের পাইনি, শুধু গান নয়। অঞ্জন সিনেমাও করেন। যখন টের পেলাম, তখন অভিনেতা অঞ্জন এক অদ্ভুত মাদকতা সৃষ্টি করেছেন সেলুলয়েডে।

কী আছে অঞ্জনে, যার জন্য আমাদের এই মধ্য বয়সে এসেও তাঁকে নিয়ে দুছত্র লিখতে পারলে আত্মতৃপ্তি হয়? সম্ভবত জেদ। মধ্যবিত্ত বাঙালির চাঁছাছোলা জেদ। কিছু একটা হয়ে ওঠার, কিছু একটা করে ফেলার কিংবা জীবনটাকে নেহাত নিজের মতো করে দেখার দুর্মর জেদ। আর মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে গড়ে ওঠা জীবনের ট্যাবুগুলোকে চাবকাতে চাবকাতে সরিয়ে ফেলার মানসিকতা। সে জন্যই মনে হয় অঞ্জন প্রথম বাংলা সিনেমা বানিয়েছিলেন 'বো ব্যারাকস ফরএভার', ২০০৪ সালে; তাঁর প্রথম সিনেমা 'বড় দিন' বানাবার পাক্কা ছয় বছর পর। 'বড় দিন' ছিল হিন্দি ভাষায় বানানো এবং পরিচালক হিসেবে অঞ্জনের প্রথম সিনেমা।

বো ব্যারাকস ফরএভারের গল্প গড়ে ওঠে পরিচয়ের সংকটে ভোগা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটিকে ঘিরে, দক্ষিণ কলকাতায় ছিল যাদের বসবাস। ইংরেজি বলতে পারা আর ব্রিটিশ রক্ত শরীরে থাকার এক মেকি এলিটিজমের চর্চা করা বো ব্যারাকসের চরিত্ররা ছিল মূলত খাঁচায় বন্দী পাখির মতো। পলেস্তারা খসে পড়া ঘিঞ্জির জীবন আর নিজেদের বাস্তবতার বাইরে যাদের বিলাসিতা বলতে ছিল অস্ট্রেলিয়া কিংবা দা গ্রেট ব্রিটেন যাওয়ার চিন্তা এবং গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের স্মৃতি হাতড়ানো। বাইরের বিপুল পরিবর্তন এই কমিউনিটিকে খুব ধীরে ধীরে বদলে দিতে থাকে। এখানকার তরুণেরা পথ খুঁজতে থাকেন ভীষণ পরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের। এই উভয়সংকটে পড়া অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের রোজকার খুঁটে খাওয়া জীবন, যৌনতা, ড্রাগস, সুখ, দুঃখ সবকিছু নিয়ে এক অসাধারণ গল্প ছিল বো ব্যারাকস ফরএভার; অঞ্জন দত্তের গানগুলোর মতোই চিত্রধর্মী, জীবন্ত ও বাস্তব। এই সিনেমায় উপরি পাওনা ভিক্টর ব্যানার্জী, সব্যসাচী চক্রবর্তী, মুনমুন সেনদের মতো অভিনয়শিল্পীর একেবারে ভিন্নধর্মী অভিনয়।

এর আট বছর পর, ২০১২ সালে অঞ্জন দত্ত বানিয়েছিলেন 'দত্ত ভার্সাস দত্ত'। সম্ভবত এখন পর্যন্ত এই সিনেমা অঞ্জন দত্তের বানানো সেরা সিনেমা, যদিও কলকাতার সংবাদমাধ্যমে ছিল এর মিশ্র প্রতিক্রিয়া। বো ব্যারাকস ফরএভার আর 'দত্ত ভার্সাস দত্ত'—এর মাঝখানে অঞ্জন বেশ কিছু সিনেমা বানিয়েছেন, অভিনয়ও করেছেন অনেক সিনেমায়। বানানোগুলো হলো 'দা বঙ কানেকশন', 'ম্যাডলি বাঙালি', 'চলো, লেটস গো', 'চৌরাস্তা', 'ব্যোমকেশ বকশী', 'মহানগর কোলকাতা', 'রঞ্জনা আমি আর আসব না', প্রায় পরপর প্রতিবছর। তাহলে বো ব্যারাকস ফরএভার আর দত্ত ভার্সাস দত্তের তুলনা কেন?

ঠিক তুলনা নয়। রঞ্জনা আমি আর আসব না (২০১১) সিনেমায় অঞ্জন দত্ত গান নিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তার কথা বলে ফেলেছিলেন। এবং সম্ভবত জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাবনাগুলোও। সেখানে মেকি এলিটিজমের বালাই নেই। এরপরে যতগুলো সাক্ষাৎকার তিনি দিয়েছেন, তাতে রঞ্জনা আমি আর আসব নার বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু বো ব্যারাকস ফরএভার-এ মেকি এলিটিজমের বিরুদ্ধে অঞ্জন যে কথা বলতে শুরু করেছিলেন, দত্ত ভার্সাস দত্ততে সেটার যথোপযুক্ত যতি পড়েছে। প্রথমেরটা ছিল অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের নিয়ে, পরেরটা বাঙালি মধ্যবিত্ত নিয়ে। এই সিনেমা অঞ্জন দত্তর সেমিবায়োগ্রাফি।

এক অসফল আইন ব্যবসায়ী বীরেন দত্তের যৌথ পরিবারকে ঘিরে উনিশ শ সত্তরের দশকের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে 'দত্ত ভার্সাস দত্ত'—এর কাহিনি। তখন দুই বাংলাই অশান্ত। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে লড়ছে। আর পশ্চিম বাংলা লড়ছে জাতীয় ইমার্জেন্সিতে। এই টালমাটাল সময়ে ভাঙতে থাকা মধ্যবিত্ত বীরেন দত্তের পরিবারে চলতে থাকে এজমালি শরিকি ছাদ নিয়ে ভাগাভাগির লড়াই, ভাইয়ে ভাইয়ে। চলতে থাকে 'সাবেক কালের বড়মানুষির ভগ্নদশা' মেনে নিতে না পারা এক অসহায় বাবার অন্তর্গত ইগোর ভাঙা—গড়াদার্জিলিংয়ের সেন্ট পলস স্কুলের মাইনে দিতে না পেরে যার ছেলে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল বাড়িতে।

কথায় কথায় মুখ্যমন্ত্রীর নাম নেওয়া দত্তবাড়ির মেজ ছেলে বীরেন দত্ত টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রতিচ্ছবি যে নিজের ব্যার্থতাকে সফল করার জন্য বেছে নেয় নিজের পুত্রসন্তানকে। তারপর পারিবারিক নাটকীয়তা এবং সেই নাটকীয়তার শেষে জন্ম নেয় এক অদম্য তরুণ যে হয়ে ওঠে অভিনেতা।

দত্তবাড়ির তিন প্রজন্মের গল্প 'দত্ত ভার্সাস দত্ত'। অর্থনীতি আর সময়ের কাছে পরাজিত, লাগামহীন ব্যর্থতার হতাশায় ডুবে যাওয়া মদ্যপ, পরনারীতে আসক্ত, কাবুলিওয়ালার কাছে ধার করে সংসার চালানো কিন্তু ভেতরে—ভেতরে ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া এক অসহায় বাবার গল্প দত্ত ভার্সাস দত্ত। আবার অন্যদিকে প্রথায় গা ভাসিয়ে না দেওয়া, প্রবণতাকে আঁকড়ে ধরতে না চাওয়া এক তরুণের জীবনকে নতুন করে নির্মাণ করারও গল্প এটি।'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রিভিউয়ে ১০—এর মধ্যে ৯ পাওয়া এ সিনেমায় অঞ্জন দত্ত, রণদীপ বোস, অর্পিতা চ্যাটার্জি, কৌশিক সেন, শঙ্কর চক্রবর্তী, দীপঙ্কর দে, রূপা গাঙ্গুলী, শ্রীজিত মুখার্জি প্রমুখের দুর্দান্ত অভিনয় মন কেড়ে নেবে দর্শকের, কোনো সন্দেহ ছাড়াই।১৯৯৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত অঞ্জন দত্ত বানিয়েছেন ২৩টি সিনেমা, একটি হিন্দি সিনেমাসহ। এগুলোর মধ্যে একটি সিনেমার কথা বলতেই হয় আলাদা করে, 'ম্যাডলি বাঙালি' (২০০৯)। একটি গ্যারেজকে কেন্দ্র করে একদল তরুণের ধর্ম-জাতপাত ভুলে একটি গানের দল গড়তে চাওয়ার গল্প। 'রঞ্জনা আমি আর আসব না' সিনেমার আগে গান এবং আধুনিক গান নিয়ে যদি কিছু বলে থাকেন, সেটা এই সিনেমায়।২০১২ সালে ভারতে জাতীয় পুরস্কার পাওয়া 'রঞ্জনা আমি আর আসব না' সিনেমা অবশ্যই আমাদের চোখে লেগে থাকবে তার বক্তব্য আর গানের জন্য। কিন্তু 'দত্ত ভার্সাস দত্ত' আমাদের মনে থাকবে সবকিছু ছাপিয়ে।

বলিউডে শুটিং শুরু হয়েছে

করোনার কারণে প্রায় দুই মাস ধরে চলছে ভারতের লকডাউন। সমগ্র দেশের পাশাপাশি হিন্দি ছায়াছবি এবং টেলিভিশন দুনিয়ার অর্থনীতি প্রায় তলানিতে এসে পৌঁছেছে। আর্থিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য ধীরে ধীরে মূল স্রোতে ফিরে আসতে মরিয়া মুম্বাইয়ের বিনোদন দুনিয়ার নির্মাতাসহ সবাই। এমনকি অক্ষয় কুমারও তাঁর আগামী ছবির প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলেন এই করোনাকালেই।

বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে হিন্দি ছবির পোস্ট প্রোডাকশনের বেশ কিছু কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। ধারাবাহিকগুলোর শুটিংয়ের জন্য বিকল্প পথও খুঁজে বের করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে শুটিংয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। কারণ, এই অঞ্চলে করোনার সংক্রমণ খুবই কম। এদিকে মুম্বাইয়ের সুরক্ষিত এলাকা কমালিস্থানের স্টুডিওতে শুটিং শুরু হয়েছে।

এমনকি বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমার তাঁর আগামী ছবির চিত্রনাট্যের শেষ পর্যায়ের কাজ শুরু করলেন মঙ্গলবার সকালে। অক্ষয়ের পরের ছবি 'বেল বটম'—এর চিত্রনাট্য সেশনের আয়োজন করেছিলেন মঙ্গলবার ভোর ছয়টায়। ছবির নির্মাতা বাসু ভগনানিসহ দলের আরও অনেকে এই সেশনে হাজির ছিলেন। সোমবার অক্ষয় এক বিজ্ঞাপনের শুটিং করে সমগ্র ইন্ডাস্ট্রিকে বার্তা দিলেন যে করোনাকে সঙ্গে নিয়েই এগোতে হবে। পাশাপাশি তিনি বললেন সাবধানতার সঙ্গে আবার শুটিং শুরু করতে হবে। গত বছর নভেম্বর মাসে 'বেল বটম' ছবির ঘোষণা করা হয়েছিল। আর তখনই অক্ষয় স্পষ্ট করেন যে এটা কোনো ছবির রিমেক নয়।

হিন্দি ছায়াছবি ও টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির একটা বড় অংশ খুব শিগগির ছবি এবং ধারাবাহিকের শুটিং শুরু করতে চায়। তবে এখন পর্যন্ত নির্মাতা-নির্দেশকদের ইউনিয়ন যুগ্মভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। প্রচুর নির্মাতা তাঁদের ছবির শুটিং মহারাষ্ট্রের বাইরে অন্য কোনো রাজ্যের কম জনবহুল অঞ্চলে করতে চান। আপাতত মুম্বাইয়ে শুটিং শুরু করলেও কিছু নির্মাতা কোলহাপুর ফিল্ম সিটিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করতে চান। এ বিষয়ে তাঁরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছে। করোনা সংক্রমণের দিক থেকে কোলহাপুরের পরিস্থিতি বেশ ভালো। টেলিভিশন ধারাবাহিকের নির্মাতারা কোলহাপুরে নির্মিত সেটের পার্শবর্তী এলাকা পরিদর্শন করে এসেছেন। আশা করা যাচ্ছে, আগামী মাস থেকে শুটিং শুরু হয়ে যাবে এই ফিল্ম সিটিতে।

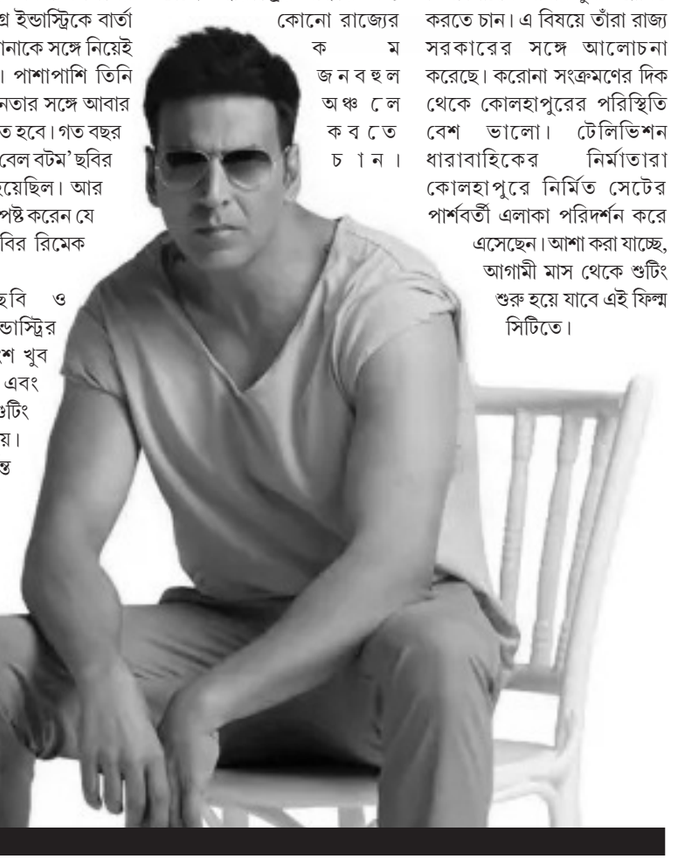

ইউনিয়ন অব. কর্মীদের

করোনা: ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনতেই হবে

নতুন করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার নীতি মেনে চলা ছাড়া এই মুহূর্তে মানুষের হাতে অন্য কোনো বিকল্প নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ইংরেজি ভাষ্য 'সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং'-এর বাংলা হিসেবে 'সামাজিক দূরত্ব' কথাটি ব্যবহার করা হচ্ছে হরদম। এই ভাষান্তর সাদাচোখে ঠিক থাকলেও তার যে প্রভাব পড়েছে, তা কিন্তু ভয়াবহ। অনেকে একে সত্যি সত্যি সামাজিক দূরত্ব বলে ভেবে নিয়েছে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, এই সময়েই বৃহত্তর সমাজের একজন হিসেবে ভূমিকা নেওয়াটা সবচেয়ে জরুরি। কারণ, এই দুর্যোগে সামষ্টিক আচরণই নির্ধারণ করে দেবে মানুষের ভবিষ্যৎ।

করোনাভাইরাসের কারণে মানুষ ঘরবন্দী থাকতে বাধ্য হচ্ছে। রাষ্ট্রও অর্থনৈতিক ধসের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে লকডাউনের মতো পদক্ষেপ নিয়েছে জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে। এতে প্রতিটি দেশের এক বিরাট অংশের মানুষ ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মতো করে লকডাউন তুলে দেওয়ার আন্দোলন এখন অনেক দেশেই হচ্ছে বা হব হব করছে। বহু দেশেই এমন ধারার আন্দোলন বা জনরোষ সৃষ্টির আগেই প্রশাসন সবকিছু খুলে দিচ্ছে।

মানুষ কেন এত বড় ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সবকিছু স্বাভাবিক দশায় ফিরে পেতে চাইছে? তারা কি অবুঝ? না, তারা অবুঝ নয়। তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। দীর্ঘদিন ঘরে বসে থাকার মানসিক ধকলটির কথাই উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্তের মনে উঁকি দেয় আগে। আর মধ্য, নিম্ন-মধ্য বা নিম্নবিত্ত মানুষের মাথায় আগে আসে অর্থনৈতিক সংকটের বিষয়টি। এ কারণে দীর্ঘদিন লকডাউনে বসে থাকাটা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে উদগ্রীব হয়ে কাজে যাওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। আবার রাষ্ট্র ও ব্যবসায়ী শ্রেণিও দ্রুততম সময়ে সব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চায়। কারণ, সে খুব ভালো করেই জানে, যে সংকট নিম্নবিত্তকে আক্রান্ত করার মধ্য দিয়ে তার বিস্তার ঘটাচ্ছে, তা তাকেও অনায়াসে গিলে ফেলার ক্ষমতা রাখে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

মোদ্দা কথা, সব স্থবির হয়ে থাক, এটা এক কথায় কেউই চায় না। সবাই চায় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো ক্ষেত্র আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। কারণ, এর সঙ্গে জড়িত অর্থনীতি। সব চালু না হলে না খেয়ে মরতে হতে পারে। কিন্তু সব চালু করলে যদি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মরতে হয়? এ তো মহা ঝামেলা। এ তো সেই শাঁখের করাত, যার আছে দুদিকে ধার। এই ধার দুপাশকেই কাটতে থাকে। এমনকি সিদ্ধান্তহীনতায় বসে থাকলেও এ কাটতে থাকে। তাই তৃতীয় বিকল্পের দিকে তাকাতে হবে।

করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি এই উপদেশ দিচ্ছে যে অর্থনীতি স্বাভাবিক দশায় ফেরাতে সব চালু করতে হবে। তবে কোনোভাবেই আগের উপায়ে নয়। অর্থাৎ, করোনাভাইরাস মানুষের আচরণ ও অভ্যাসে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রতিটি সংকটই মানুষকে কিছু না কিছু শেখায়। আর মহামারির মতো এত বড় সংকট সাধারণত এক ধরনের অভ্যাসগত পরিবর্তনের দাবি নিয়ে হাজির হয়। আজকের মানুষের পরিচ্ছন্নতার যে স্বাভাবিক ধারণা, তা কিন্তু গড়ে উঠেছিল এমন সংকট মোকাবিলার মধ্য দিয়েই। এই বঙ্গে যেমন ডায়রিয়ার প্রকোপ ঠেকানোর কৌশল হিসেবেই যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস পরিবর্তন কিংবা নিরাপদ পানি পানের অভ্যাস গড়ার বিষয়টি সামনে আসে। একই সঙ্গে খাবার গ্রহণের আগে হাত ধোয়ার যে অভ্যাস, তারও শুরু জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগের প্রকোপ ঠেকানোর কৌশল হিসেবেই। বলার অপেক্ষা রাখে না, আজকের এই করোনাভাইরাসের প্রকোপ এমনই অভ্যাস বদলের ডাক নিয়ে হাজির হয়েছে। আর এই বদলটি ব্যক্তি পর্যায়ে হলে হবে না। কারণ, এ ভাইরাসের বিস্তার একটি বৈশ্বিক মহামারির সৃষ্টি করেছে। তাই এ অভ্যাস বদল হতে হবে সামষ্টিকভাবে। এ ক্ষেত্রে জনপরিসরে একজন মানুষের আচরণ কেমন হবে, অন্যের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে নতুন কৌশল কী হবে, বাস ও রেলস্টেশনের মতো জনসমাগমের স্থলে মানুষের মান-ব্যবহারটি কী হবে, জনসমাগমের এসব স্থলের নকশা কেমন হওয়া চাইএ সবকিছুই নির্ধারণ করে দেবে ভাইরাসটির সঙ্গে মানুষ কত দ্রুত সহাবস্থান করতে শিখছে তা। যেহেতু খুব দ্রুত এর সুনির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতি আসছে না বা একটি ভ্যাকসিন পেতে এবং তা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে যেতে এখনো অনেক সময় লাগবে, তাই যে দেশের মানুষ যত দ্রুত এই কৌশলগুলো নিজেদের মতো করে আবিষ্কার করবে, তত দ্রুতই সব স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

মার্কিন রোগতত্ত্ববিদেরা এরই মধ্যে বলেছেন, কোনো কার্যকর ভ্যাকসিন ও নির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতি হাতে আসার আগেই সবকিছু চালু করতে হলে মানুষকে নিজেদের মধ্যকার সরাসরি যোগাযোগের হার কমিয়ে আনতে হবে। জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির রোগতত্ত্ববিদ ড় জেরার্ডো চাওয়েলের নেতৃত্বে পরিচালিত এ-সম্পর্কিত এক গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, মানুষকে নিজেদের মধ্যকার সরাসরি যোগাযোগের পরিমাণ আগের চেয়ে ৬৫ শতাংশ কমিয়ে সব কাজ সমাধা করার কৌশল শিখতে হবে। তবেই রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে রেখে সব স্বাভাবিক করা যাবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, সরাসরি পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন এক বিরাট আচরিক পরিবর্তনের দাবি জানায়। দাবিটি শুধু ব্যক্তি মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের কথাই বলে না। এটি একই সঙ্গে যাবতীয় সামাজিক চুক্তির নবায়নের কথাও বলে। এটি ব্যক্তিকে সমষ্টির কথা আরও বেশি করে মনে করিয়ে দিচ্ছে। কারণ, শুধু নিজে সাবধান থাকার মধ্য দিয়ে এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। পরিবার, বন্ধু, প্রতিবেশী থেকে শুরু করে দিনে একবার মাত্র যার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তার সুস্থ ও সতর্ক থাকার ওপরও নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নির্ভর করছে। এ কারণে ব্যক্তিক আচরণ নয়, সামষ্টিক আচরণই নির্ধারণ করবে সবকিছু কবে স্বাভাবিক হবে।

কোনো সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার মিলবে না। অর্থনীতি বাঁচাতে লকডাউন শিথিলের মতো সিদ্ধান্ত মড়কের দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণ হবে কি না, তা আদতেই নির্ধারণ করবে সমষ্টি। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই চালকের ভূমিকায়। তাদের আমলে না নিয়ে, তাদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা না করে কোনো সিদ্ধান্তের আরোপণ ভয়াবহ হতে পারে। অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার মতো দুধারি তলোয়ারের হাত থেকে বাঁচতে হলে একটি অঞ্চলের জনসমষ্টি ও ওই অঞ্চলের প্রশাসন উভয়কেই দায়িত্ব নিতে হবে। প্রশাসনিক অঙ্গের মধ্য থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা জনস্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্ব নিয়ে জনসমষ্টিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে (এই অঞ্চলে স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবহার ও নিরাপদ পানি পানের বিষয়ে পরিচালিত সচেতনতার মতো করে)। ঠিক একইভাবে সমষ্টিকেও বুঝতে হবে, ব্যক্তি নয়, সামষ্টিক চিন্তা ও দায়িত্ববোধই একমাত্র সবাইকে রক্ষা করতে পারে। উভয় পক্ষে এ বোধ যত দ্রুত আসবে, ততই দ্রুত সব স্বাভাবিক হবে।

করোনায় ঘরবন্দী

হঠাৎ ছুটি পেলে খুব ভালো লাগে। করোনাভাইরাসের কারণে বেশ কিছুদিন হলো আমি টানা ঘরে বসে আছি। ছুটির আগে বন্ধুরা বলেছিল, স্কুল-কোচিং বন্ধ হলে নাকি খুব অস্থির লাগে। আসলে বাসা যে কেমন জায়গা, তা কেউ বোঝে না। আমি তো খুব মজা করে সময় কাটাচ্ছি। ঘরে বসে টেলিভিশন দেখতে আমি খুব পছন্দ করি। টেলিভিশন মানুষ হলে সে নিশ্চয়ই আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু হতো।টিভিতে আমি ক্রিকেট খেলা আর সিনেমা দেখছি। সুপারহিরো ও অ্যাকশন ঘরানার সিনেমাগুলো আমার খুব প্রিয়। যেসব সিনেমা দেখেছি আর দেখার ইচ্ছে আছে, সেগুলো হলো মিশন ইমপসিবল (সিরিজের সব কটি), জাস্টিস লিগ, অ্যাকুয়াম্যান, ম্যান অব স্টিল (১ ও ২), ম্যাড ম্যাক্স: দ্য ফিউরি রোড, দ্য লেগো ব্যাটম্যান মুভি (১ ও ২), মাইনোরিটি রিপোর্ট, অ্যাভেঞ্জারস: এন্ডগেম, ক্যাপ্টেন আমেরিকা (সিরিজের সব কটি)। সিনেমাগুলো বিখ্যাত এবং নিঃসন্দেহে চমৎকার।অ্যাকশন ঘরানার সিনেমা ভালো না লাগলে দেখতে পারো: ফ্রোজেন, টয় স্টোরি, ক্যাটসঅ্যান্ড ডগস আ স্টার ইজ বর্ন, ডেসপিকেবল মি, হোম অ্যালোন, বেবি'স ডে আউট, সিনডারেলা, বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট, ট্যাঙ্গলড ও হ্যারি পটার সিরিজ।তবে আমি শুধু টিভিই দেখি না, কিছু বইও পড়েছি। যেগুলো পড়েছি: অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড, ডেভিড কপারফিল্ড, অ্যাডভেঞ্চারস অব রবিন হুড, অলিভার টুইস্ট ও ট্রেজার আইল্যান্ড। যেহেতু অনেক দিন ছুটি পেয়েছি, তাই পেপার কাটিংও গুছিয়ে নিচ্ছি। আমি মূলত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, ফুটবল ও টেনিস—সম্পর্কিত ছবিগুলো কেটে খাতায় লাগিয়ে রাখি। গত পাঁচ মাসে আমার সাড়ে চার শ পেপার কাটিং জমেছে।মাঝেমধ্যে গল্প-কবিতাও লিখি আমি। আর চিঠি লিখি প্রিয় ক্রিকেটার স্টিভ স্মিথের কাছে। তবে তাঁকে পাঠাতে পারি না। তবে এত কিছুর মধ্যে পড়াশোনা চলছেই। ছুটি শেষ হলেই পরীক্ষা শুরু হবে। তাই পড়াশোনা বন্ধ রাখার কোনো সুযোগই নেই।

এভাবেই কাটছে আমার ঘরবন্দী জীবন। সুস্থ থাকতে বেশি বেশি হাত ধুবে, পানি ও শাকসবজি খাবে, অপরিষ্কার হাতে মুখ—নাক—চোখ ধরবে না আর অবশ্যই বাসায় থেকো, ভালো থেকো।

মঙ্গলবারের বৃষ্টিতে জলমগ্ন আগরতলা শহর। ছবি- নিজস্ব।

শিলচরের ভাষা শহিদ স্টেশনের দাবি অগ্রাহ্য করে বাঙালি বিরোধিতার পরিচয় দিয়েছে বিজেপি পৃথক বরাকের হুংকার প্রদীপের

শিলচর (অসম), ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিজেপি বাঙালি বিরোধী দল। বাঙালির স্বার্থে এরা কিছুই করতে চায় না। গোটা অসমে বাঙালিদের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে বিজেপি। এই দল কোনওদিনই বাঙালির স্বার্থে কিছুই করবে না। বক্তা প্রাক্তন ছাত্র নেতা তথা আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়। মঙ্গলবার এক বিবৃতি জারি করে প্রদীপ বলেন, বিধানসভার অধিবেশনে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ শিলচর রেলওয়ে স্টেশনকে ভাষা শহিদ স্টেশন হিসেবে নামকরণের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সিদ্ধান্ত জানতে চেয়েছিলেন। কমলাক্ষের জবাবে সংসদীয় মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি বলেছেন বরাকের দু-একটি ভাষাগোষ্ঠী মানুষ এতে আপত্তি জানিয়েছে। তার জন্য ভাষা শহিদ স্টেশনের নামাকরণে সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দেওয়া যাচ্ছে না।

এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন ছাত্রনেতা বলেন, কিন্তু অসম সরকার জানে না, ২০১৬ সালের ১৬ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার শিলচর রেলস্টেশনের নতুন নামাকরণের ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে। এছাড়া রেল বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানে নামাকরণের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তই বড় কথা। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সালে তাদের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করার পর তদানীন্তন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ সরকার এটাকে আটকে রেখেছিল। নানা অজুহাত দেখিয়ে বর্তমান বিজেপি সরকারও কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে আটকে রেখেছে। দুই সরকার বার বার জেলাশাসকের কাছে এ ব্যাপারে একটা ক্লিয়ারেন্স চেয়েছিল। দুই বারই জেলা প্রশাসন ভাষা শহিদ স্টেশন নামাকরণের পক্ষে মতামত দিয়েছিল। এর পরও অসম সরকারের কেন আপত্তি? বুঝতে পারছেন না বক্তা।

তিনি বলেন, এই ভাষা শহিদ স্টেশন শুধু বাঙালিদের নয়। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সুদেষ্ণা সিনহা ভাষার জন্য শহিদ হয়েছিলেন। এভাবেই অসমে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সারা কাছাড় হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

তিনি বলেন, যাঁরাই ভাষা রক্ষার জন্য শহিদ হয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতিতেই শিলচর রেলস্টেশনের নাম ভাষা শহিদ স্টেশন চাওয়া হয়েছে। কিন্তু কী কারণে অসম সরকার তাকে আটকে রেখেছে তা জানা নেই তাঁর। সরকারের উচিত কোন ভাষিক গোষ্ঠী এই নমে আপত্তি জানিয়েছে, তাদের নাম প্রকাশ করা। এ সম্পর্কে প্রদীপ দত্তরায় অসম সরকারকে স্মরণ করে দিয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যখন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) সংসদে পেশ করেছিল তখন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে মানুষ তার আপত্তি করেছিল। শাহিনবাগে আন্দোলন হয়েছে। অসমে আসু, অসম জাতীয়তাবাদী ছাত্র যুব পরিষদ, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি সহ বিভিন্ন দল সংগঠন তুমুল আন্দোলন করেছে। এর পরও কিন্তু সংসদে সিএবি পাশ করতে কোন অসুবিধা বোধ করেনি সরকার। ওই বিল তো এখন আইনে পরিণত হয়েছে। অসম সরকার যে যুক্তি দেখাচ্ছে দু-একটি ভাষাগোষ্ঠীর আপত্তির জন্য নামাকরণ করা যাচ্ছে না সেটা আদৌ যথার্থ কোনও যুক্তি নয়।

প্রদীপ দত্তরায় বলেন, বিজেপি সরকার যে বাঙালি বিরোধী তা প্রমাণ হয়ে গেছে। বিগত কয়েক মাসে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্তি হয়েছে। যার মধ্যে বরাক উপত্যকা থেকে একজন বাঙালিও চাকরি পাননি। এ ধরনের বিমাতৃসুলভ আচরণ বারবার বর্তমান বিজেপি সরকারের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করছেন বরাক উপত্যকার বৃহৎ জনগোষ্ঠীয় বাঙালিরা। আশ্চর্যের বিষয় হল, বরাক উপত্যকায় যে ১৫ জন বিধায়ক আছেন তাঁদের মধ্যে কেবলমাত্র কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে বাদ দিয়ে একজনও ব্যাপারে কিছুই বলেননি। কমলাক্ষবাবু ভাষা শহিদ স্টেশনের নামাকরণ নিয়ে প্রশ্ন করার পর সরকার পক্ষ যে জবাব দিয়েছে তার প্রতিবাদও অন্য কোনও বিধায়ক করেননি। এতেই স্পষ্ট হয়ে গেছে, বরাক উপত্যকার নির্বাচিত বিধায়করা দিশপুরে গিয়ে এখানকার স্বার্থে কোনও চিন্তা করেন না। তাঁরা দিশপুরের লেজুড়বৃত্তি করার জন্যই বিধানসভায় গিয়েছেন বলে বরাকের বিধায়কদের কটাক্ষ করেন প্রদীপ। তিনি আরও বলেন, সবাই আগামী নির্বাচনে টিকিট পাওয়ার ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না। এই সব বিধায়করা বরাকে আসার পর তাঁদের সামাজিকভাবে বয়কট করা উচিত। তাঁদের বাড়িতে বিক্ষোভ প্রদর্শনেরও ডাক দিয়েছেন প্রদীপ দত্তরায়।

প্রদীপবাবু আরও বলেন, শুধু রাজ্য সরকার কেন, কেন্দ্রীয় সরকারও বাঙালিদের সঙ্গে বিরূপ মনোভাব নিয়ে চলছে। তার একটি প্রমাণ হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারত তথা অসমে বিজেপির জন্মদাতা কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, যাঁকে বিজেপির পিতামহ বলা হয় তাঁকে রাজ্যপাল করার জন্য বর্তমান অসম সরকার কোনও সুপারিশ পর্যন্ত করেনি। অথচ পশ্চিমবঙ্গের তথাগত রায়কে ত্রিপুরা এবং মেঘালয়ে রাজ্যপাল করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনের আগে বলেছিলেন, বিদেশ থেকে কালো টাকা এনে প্রতি মানুষের ঘরে ১৫ লক্ষ টাকা করে পৌঁছে দেবেন। বছরে দুকোটি বেকারকে চাকরি দেবেন। ডিটেনশন ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দেবেন। এ সবের কী হলো প্রশ্ন তুলে বলেন, উল্টো কেন্দ্রীয় সরকার ডিটেনশন ক্যাম্প বানাতে যাচ্ছে। এছাড়া পেপার মিল চালু করার কথাও প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন। হাহাকার চলছে পেপার মিলের কর্মচারীদের মধ্যে। পেপারমিল খোলার প্রতিশ্রুতি নরেন্দ্র মোদী এবং সর্বানন্দ সনোয়াল রক্ষা করতে পারেননি। এ ধরনের অসংখ্যা উদাহরণ আছে।

তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে অসমের বাঙালিদের কাছে তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে বাঙালি বিরোধী বিজেপিকে জবাব দিতে হবে। অসম সরকার যখন বড়ঝাড় বিমানবন্দরকে গোপীনাথ বরদলৈ নামে নামাকরণ করেছিল, তখন অসমের বহু জনসাধারণ চেয়ে ছিলেন সাদুল্লাহর নামে করার জন্য। তখন কি অসম সরকার তা মেনেছিল। দু-একটি ভাষাগোষ্ঠীর আপত্তিতে ভাষা শহিদ স্টেশনের নামাকরণ তা হলে কেন হবে না? বরাক উপত্যকায় ভাষা শহিদ স্টেশন নামাকরণের পক্ষে সবাই একমত। সরকার যে যুক্তি দেখাচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর।

এই সব পরিস্থিতির পর আর দিশপুরের সঙ্গে থাকা সম্ভব হবে না। তার জন্য বিকল্প হিসেবে পৃথক বরাক গঠনের দাবি জোরদার করার এখন সময় এসে গেছে।

হাইলাকান্দির লালাবাজারে মহিলার হত্যাকারী গ্রেফতার, ধর্ষণ করে খুন, স্বীকারোক্তি ধৃতের

হাইলাকান্দি (অসম), ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার লালাবাজারের নিশ্চিন্তপুরে উদ্ধারকৃত মহিলার হত্যাকারী ভীম বিনকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তি রামনাথপুর থানার অধীনস্থ ঘায়মুড়া ফরেস্ট ভিলেজের জনৈক কাতারু বিনের ছেলে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মহিলাকে খুনের সঙ্গে জড়িতকে গ্রেফতার করে লালা পুলিশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। পুলিশের হাতে ধৃত ভীম নাকি স্বীকার করেছে, রবিবার মহিলাকে হোটেলে আটকে রেখে রাতভর ধর্ষণ করেছে। শেষ রাতের দিকে মহিলাটির গলায় গামছা দিয়ে প্যাঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করেছে।

দীর্ঘদিন ধরে লালা সেন্ট্রাল রোডে অবস্থিতি তৃপ্তি হোটেলে কাজ করে। কিন্তু বর্তমানে লকডাউনের জেরে হোটেল বন্ধ। রবিবার সকালে ভীম বিনকে হোটেলের দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে মালিক অমিতাভ সাহা পরিবারের লোকজনদের নিয়ে চিকিৎসার জন্য চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। মালিকছাড়া একা হোটেলে থাকার সুযোগে মানসিক ভারসাম্যহীন ওই মহিলাকে রাতে হোটেলে আটকে রেখে নিজের যৌন চাহিদা পূর্ণ করে ভীম বিন। পরে ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রমাণ লোপাটের জন্য নির্মমভাবে অসহায় মীরা রবিদাস নামের মহিলার গলায় গামছা প্যাঁচিয়ে খুন করেছে বলে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছে ধৃত ভীম।

খুন করার পর গতকাল সোমবার কাকভোরে মহিলার মৃতদেহ হোটেলের পেছনে কলাগাছের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে গা ঢাকা দেয় ভীম। কিন্তু ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই লালা থানার ওসি লিটন নাথ তদন্তে সাফল্য পান। মঙ্গলবার কাকভোরে ধোয়ারবন্দ থেকে অভিযুক্ত ভীম বিনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। পুলিশ ধৃত ভীমকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তার বিরুদ্ধে ৩৬০/২০৩০ নম্বরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৬/৩০২ ধারায় মামলা নথিভুক্ত করেছে লালা পুলিশ। তাকে মঙ্গলবার হাইলাকান্দি আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন ওসি লিটন নাথ।

উল্লেখ্য, লালা নিশ্চিন্তপুরের নিরুইয়া রবিদাসের স্ত্রী মীরা রবিদাসের (৩১) অর্ধনগ্ন মৃতদেহ গতকাল সাতসকালে হোটেলের পেছনে আশপাশের লোকজনদের নজরে পড়ে। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় লালা থানায়। থানার ওসি লিটন নাথ সঙ্গে সঙ্গে দলবল নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। মৃতদেহের পাশে পাওয়া যায় একটি ভোটার পরিচয়পত্র। মীরা রবিদাস নামের বছর তিরিশের ওই মহিলার স্বামীর নাম নিরুইয়া রবিদাস। বাড়ি লালা নিশ্চিন্তপুরে। স্থানীয় লোকজনদের সহায়তায় মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রাথমিক এনকোয়েস্ট করার পর ময়না তদন্তের জন্য হাইলাকান্দি এসকে রায় সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ।

ওসি লিটন নাথ জানিয়েছেন, মৃত মহিলার শারীরিক বাহ্যিক অবস্থা এবং অর্ধনগ্নতার ধরণ দেখে প্রাথমিক পর্যায়ের তদন্তে ঘটনাকে খুন বলে ধারণা করেছিলেন তাঁরা। মহিলাকে প্রথমে ধর্ষণ করে পরে খুন করা হয়েছে, এমন ধারণা করেছিলেন উপস্থিত মানুষও। পুলিশ কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করে সাফল্য পায়। এদিকে লালা শহরে এভাবে মহিলাকে ধর্ষণের পর খুন করার ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। বিভিন্ন মহল থেকে অভিযুক্ত ভীন বিনের কঠোর শাস্তির জোরালো দাবি উঠেছে।

দেশের ভবিষ্যৎকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, বিস্ফোরক রাহুল

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা সংকটের মধ্যে জেইই - এনইইটি পরীক্ষা আয়োজনে করে পড়ুয়াদের বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী।এই প্রসঙ্গে ফের একবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তিনি।

রাহুলের দাবি, ক্ষমতার অহংকারে মত্ত মোদী সরকার পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে উদাসীন। জোর করে দেশের ভবিষ্যৎকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে সরকার। দেশের বেহাল কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে খোঁচা দিয়ে রাহুলের দাবি কর্মহীনদের জন্য প্রয়োজন কর্মসংস্থানের। সেখানে ভাষণের কোন জায়গা নেই। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী মঙ্গলবার নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, জোর করে দেশের ভবিষ্যৎকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে মোদী সরকার। অহংকারের কারণে জেইই - এনইইটি সহ এসএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের বাস্তবিক সমস্যাটা না বুঝে উদাসীন কেন্দ্র। দেশের বেহাল কর্মসংস্থানের চিত্রটি তুলে ধরে রাহুল গান্ধী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, প্রতিশ্রুতি এবং ঘোষণা করলেই হয় না। বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তন তখনই সম্ভব যখন যুব সম্প্রদায়ের হাতে কাজ থাকবে। কর্মসংস্থান নিয়ে এর আগেও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর ছড়িয়েছিলেন রাহুল। ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপির প্রতি বছর দুই কোটি কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাহুল জানিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি এখনও পালন হয়নি। উল্টে কেন্দ্রের ভ্রান্ত নীতির জন্য ১৪ কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে।

হরিদ্বারের গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন হবে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অস্থি হরিদ্বারের গঙ্গায় বিসর্জন করা হবে বলে জানা গিয়েছে। সোমবার দিল্লির সেনা হাসপাতলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪। মঙ্গলবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।রাজধানী দিল্লিতে সৎকার করা হয় তার নশ্বর দেহ।

মস্তিষ্কের রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ায় দিল্লির সেনা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ভারতীয় রাজনীতির চাণক্য বলে খ্যাত প্রণব মুখোপাধ্যায়।সেখানে লালারসের নমুনায় তার করোনা ধরা পড়ে। অস্ত্রোপচারের পর কোমায় আচ্ছন্ন ছিলেন তিনি।সোমবার চিকিৎসারত অবস্থায় প্রয়াত হন। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে মঙ্গলবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দিল্লিতে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। জানা গিয়েছে হরিদ্বারে পূর্ণ বৈদিক রীতিতে অস্থি গঙ্গার জলে বিসর্জিত করা হবে। এই উপলক্ষে উপস্থিত থাকবেন প্রণব মুখোপাধ্যায় পুত্র-কন্যারা।উপস্থিত থাকার কথা উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর।

ডিমা হাসাও জেলায় বারোয়ারি দুর্গাপুজোর অনুমতি নেই প্রশাসনের

হাফলং (অসম), ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সমাগত শারদীয় দুর্গোৎসব। দুর্গোৎসব হচ্ছে বাঙালিদের প্রধান উৎসব। কিন্তু এ বছর কোভিড-১৯-এর ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ডিমা হাসাও জেলায় বারোয়ারি পুজো অনুষ্ঠিত করার অনুমতি দেবে না জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব নিয়ে হাফলঙে জেলাশাসকের সভাকক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় হাফলঙের সব পুজো কমিটির একজন করে সদস্যকে ডাকা হয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। জেলাশাসক পল বরুয়ার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় কোভিড-১৯ অতিমারির মধ্যে কীভাবে প্রটোকল মেনে পুজো পর্ব সম্পন্ন করা যায় এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় কোভিড ১৯ সংক্রমণের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে হাফলং শহরে বারোয়ারি পুজো করার অনুমতি দেননি জেলাশাসক। সভায় জানানো হয়েছে, এবার শুধু কোভিড প্রটোকল মেনে হাফলং শহরে যে সব মন্দিরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় সেগুলিতে শুধু মাতৃ আরাধনার আয়োজন করার অনুমতি দেওয়া হবে। তাছাড়া হাফলং শহরের রেল কলোনিতে প্রচলিত পঞ্চাশ বছরের বেশি পুরনো দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে কোভিড প্রটোকল এবং সরকারি নীতি নির্দেশিকা মেনে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনেই পূজার আয়োজন করতে হবে, জনিয়ে দিয়েছেন জেলাশাসক বরুয়া।

এদিকে হাফলং শহরের মেইন রোড সংলগ্ন মা শক্তি দুর্গা পূজা কমিটি কোভিড ১৯ সংক্রমণের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবার পুজোর আয়োজন করবে না বলে আগে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কারণ হাফলং শহরের বিগ বাজেটের পুজো বলতেই মা শক্তি দুর্গাপূজা কমিটি এবং প্রতিবছরই এই পূজায় প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে। কিন্তু কোভিডের পরিপ্রেক্ষিতে এ বছর পুজোর আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওই পূজা কমিটি।

দিল্লির হাইকোর্ট এবং নিম্ন আদালত গুলিতে শুনানি প্রক্রিয়া শুরু হল

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস বন্ধ থাকার পর অবশেষে মঙ্গলবার থেকে পুরোদমে কাজকর্ম এবং শুনানি প্রক্রিয়া শুরু হল দিল্লির হাইকোর্ট এবং নিম্ন আদালতগুলি। ইতিমধ্যেই হাইকোর্টের তরফে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে হওয়া শুনানির তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এদিন হাইকোর্টে পাঁচটি বেঞ্চের বিচারকরা উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে নিম্ন আদালতগুলি মঙ্গলবার থেকে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুনানি তালিকা তৈরি করে ফেলেছে।বর্তমানে শুধুমাত্র হাইকোর্টের পাঁচটি বেঞ্চ এর মধ্যেই শুনানি চলবে। করোনা বিধি মেনেই শুনানি প্রক্রিয়া চলবে আদালতে। সেই কারণে আদালত কক্ষের ভেতরে জনসমাবেশ সীমিত করা হয়েছে। প্রতিটা পক্ষের একজন করে উকিল আদালত কক্ষের ভেতর সফল করতে পারবে। আইনের পড়ুয়া, শিক্ষানবিশ আইনজীবী, জুনিয়র আইনজীবীরা বর্তমানে আদালত চত্বরে প্রবেশ করতে পারবে না।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় অসম সহ গোটা উত্তরপূর্বে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা

গুয়াহাটি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অসম সমেত গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের ওয়েদার.কম-এ প্রকাশিত তথ্য মতে জানা গেছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় অসম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং সিকিমে বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে ভারি থেকে অতিভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের ওয়েবসাইটে আরও প্রকাশ করা হয়েছে, মণিপুরে অতি ভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। গত চার দশকে চলতি বছরের আগস্টে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে। এতো বৃষ্টি এ যাবৎকালে কোথাও হয়নি। আগস্টে বঙ্গোপসাগরে পাঁচ পাঁচবার নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ফলে বৃষ্টির পরিমাণ আগের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেশি হয়েছে। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে আগাম জানানো হয়েছে।

কোভিড টেস্ট না করে ডিমা হাসাওয়ে প্রাইভেট টিউশন একাংশ শিক্ষকের, ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের কাছে আর্জি

হাফলং (অসম), ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করোনা ভাইরাস অতিমারির জন্য গত মার্চ থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে স্কুল কলেজ কোচিং ক্লাস প্রাইভেট টিউশন বন্ধ। কেন্দ্রীয় সরকার আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্কুল কলেজ কোচিং ক্লাস প্রাইভেট টিউশন ইত্যাদি বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু ডিমা হাসাও জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের এই নিয়মকে অমান্য করেই একাংশ শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার কথা চিন্তা না করে দিব্যি প্রইভেট টিউশন চালিয়ে যাচ্ছেন।

রাজ্য সরকার শিক্ষক শিক্ষিকাদের কোভিড টেস্ট বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, অনেক এমন শিক্ষক রয়েছেন যাঁরা নিজেদের কোভিড টেস্ট না করেই এভাবে প্রাইভেট টিউশন চালিয়ে যাচ্ছেন। যার দরুন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে বলে আতঙ্কিত ওয়াকিবহাল মহল। কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার কথা ভেবে স্কুল কলেজ কোচিং ক্লাস প্রাইভেট টিউশন বন্ধ রেখেছে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত সহ অসমেও বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক শিক্ষিকারা অনলাইনে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিচ্ছেন, অথচ ডিমা হাসাও জেলায় শুধু টাকা রোজগারের জন্য একাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা কোভিড প্রটোকল না মেনে এবং সরকারি নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করে ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার কথা চিন্তা না করেই গত জুলাই মাস থেকে প্রাইভেট টিউশন চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অনেকে অভিযোগ তুলেছেন।

এভাবে সরকারি নীতি নির্দেশিকা অমান্যকারী শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে দুর্যোগ মোকাবিলা আইনের অধীনে জেলা প্রশাসন বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনেকে দাবি জানিয়েছেন। তাই এবার জেলা প্রশাসন এ সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা হবে লক্ষ্যণীয়।

অসম : হগ ডিয়ারের মাংস বিক্রি, বনকর্মীদের হাতে আটক চার

গুয়াহাটি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : হগ ডিয়ার-এর (উন্নত প্রজাতির হরিণ) মাংস বিক্রি করতে গিয়ে বন কর্মীদের হাতে আটক হয়েছে চার ব্যক্তি। ধৃতদের যথাক্রমে বাঘরবাড়ির ইদ্রিশ আলির ছেলে মহম্মদ নিজামুদ্দিন আলি, প্রয়াত ফইজ উদ্দিনের ছেলে মহম্মদ আবদুর রহমান, আবদুর রহমানের ছেলে মহম্মদ আলি এবং মহম্মদ সহর আলির ছেলে মহম্মদ নেকিবুর আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এদিকে বনকর্মীদের আসতে দেখে অন্য আরও তিনজন মাংস বিক্রিস্থল থেকে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।মঙ্গলবার সকালে মহানগরের কটাচালি এবং চন্দ্রপুর ক্যাম্পের বন কর্মীরা এক অভিযান চালান। ওই অভিযানেই চার জনকে হগ ডিয়ারের মাংস বিক্রি করতে দেখে আটক করেন তাঁরা। জানা গেছে, এদিন ভোর চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে হগ ডিয়ারকে মাংস বিক্রির জন্য কাটা হয়। ধৃতদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে চন্দ্রপুর এলাকা থেকে কাটা হগ ডিয়ারের চামড়া উদ্ধার করেন বনকর্মীরা।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭২ অনুযায়ী হগ ডিয়ার সংরক্ষিত এক উন্নতমানের প্রজাতি। এই পশু শিকার করা আইনত দণ্ডনীয়।

প্লাজমা ও অক্সিজেন দেওয়ার পর শারীরিক অবস্থার উন্নতি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর, জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছিল। তবে প্লাজমা ও অক্সিজেন দেওয়ার পর কিছুটা স্বস্তি ফিরছে। বর্তমানে তাঁর স্বাস্থ্যের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। গত ২৬ আগস্ট রাতে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রায় বছর ৯০-এর তরুণ গগৈয়ের শরীরে। ওইদিন রাতেই তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে ভরতি করা হয়। তাঁর উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঁচ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের একটি টিম গঠন করে দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা তাঁর টুইট আপডেটে জানান, সোমবার রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় তাঁর দেহে অক্সিজেনের পরিমাণ ৮৮ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পায়। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে রাতেই গুয়াহাটি মডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছুটে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী শর্মা। তরুণ গগৈর অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস পাওয়ায় রাতেই এক ইউনিট প্লাজমা দেওয়ার পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন তাঁকে দেওয়া হয়, জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তার পর ধীরে ধীর তরুণ গগৈয়ের দেহে অক্সিজেনের পরিমাণ ৯৬/৯৭ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় বলে টুইটে জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব।

অন্যদিকে, রাতেই তরুণ গগৈয়ের সাংসদ-পুত্র গৌরব গগৈর সঙ্গে টেলিফোনিক বার্তালাপ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। এছাড়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে সবসময় গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন বলে টুইটারে লিখেছেন তিনি। তিনি জানান, চিকিৎসা চলছে, তরুণ গগৈর স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শরীরে কোনও উপসর্গ বা লক্ষণ ছিল না। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করার পর গতকাল পর্যন্ত পুরোপুরি তিনি সুস্থ ছিলেন। এদিকে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের প্রবীণ নেতা তরুণ গগৈয়ের স্বাস্থ্যের ঘনঘন খোঁজ রাখার জন্য মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ঢালাও প্রশংসা করছেন বিধানসভায় বিরোধী কংগ্রেসের দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া, প্রদেশ সভাপতি রিপুন বরা, রকিবুল ইসলাম সহ অন্যান্য কংগ্রেসি নেতারা।

কেন্দ্রের আর্থিক প্যাকেজকে হাতির দাঁতের সঙ্গে তুলনা প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দেশের বেহাল আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় এর তরফ থেকে চলতি আর্থিক বছরের প্রথম তিন মাসের জিডিপি গড় প্রকাশ করা হয়েছে। এবার সেই পরিসংখ্যানকে হাতিয়ার করেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে চড়িয়েছেন প্রিয়াঙ্কা।রাজীব কন্যার দাবি বিজেপি সরকার অর্থব্যবস্থাকে ডুবিয়ে ছেড়েছে। কেন্দ্র করোনা সংকটকালে যে আর্থিক প্যাকেজ বরাদ্দ করেছে তা হাতির দাঁতের সমতুল্য। প্রিয়াঙ্কা নিজের টুইট বার্তায় মঙ্গলবার লিখেছেন, আজ থেকে ছয় মাস আগে রাহুল গান্ধী দেশের বেহাল আর্থিক পরিস্থিতির সুনামির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।তখন কেন্দ্রীয় সরকার রাহুলের সর্তকতাকে পাত্তা দেয়নি।করোনা যখন আরো তীব্র আকার ধারণ করে, তখন লকডাউন জারি করা হয়।হাতির শরীর থেকে দাঁত যতটুকু বের হতে দেখা যায়, ঠিক ততটুকুর সমতুল্য আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল কেন্দ্র। বর্তমানে জিডিপি ২৩. ৯ নেমে গিয়েছে।সত্য এটাই যে বিজেপি দেশের অর্থনীতিকে ডুবিয়ে ছেড়েছে। দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করার ব্যাপারে প্রশাসন একেবারে উদাসীন। এমন নয় যে করোনা এসেই সব কিছুতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।এর আগেও দেশের অর্থনীতিতে খারাপ সময় গিয়েছে। সরকারের নীতিনির্ধারক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার কারণেই এমনটা ঘটেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, জিডিপির পতনের জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যে শর্তসাপেক্ষে খুলছে পানশালা

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বার ও রেস্তোরাঁয় কড়াভাবে করোনা বিধি মেনে মঙ্গলবার থেকেই বিক্রি করা যাবে মদ। এমনই নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন যতক্ষণ রেস্তোরাঁ খোলা রাখার অনুমতি দেবে ততক্ষণই তা খুলে রাখা যাবে বলেও জানানো হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। এদিকে করোনা মোকাবিলায় এফএসএসএআই-এর বিধি মেনে খাবার পরিবেশন করতে হবে। একইসঙ্গে কনটেনমেন্ট জোনে বার খোলা যাবে না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে নির্দেশিকায়।আবগারি দফতরের তরফে প্রকাশিত ওই নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, বারে বা রেস্তোরাঁয় মোট আসনের ৫০ শতাংশ ক্রেতাকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। ডান্স ফ্লোর ব্যবহার করা যাবে না। বারের কর্মী ও ক্রেতাদের সামাজিক দূরত্ববিধি বজায় রাখতে হবে। নিয়মিত হাত ধুতে হবে এবং বার স্যানিটাইজ করতে হবে।

প্রসঙ্গত, চলতি মাস থেকেই মদের জন্য অতিরিক্ত ৩০ শতাংশ দাম দিতে হবে না আর গ্রাহকদের।রাজ্যে লকডাউন শুরু হতেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল মদের দোকান গুলি। এতে রাজস্বের অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে। তবে ধীরে ধীরে লকডাউন শিথিল হতে শর্তসাপেক্ষে মদের দোকান গুলি খোলার অনুমতি দিয়েছিল রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে মদের দাম তার ওপর অতিরিক্ত ৩০ শতাংশ কর বসানো হয়েছিল। ফলে তখন সুরা প্রেমীরা মদ কিনলেও বুঝেশুনেই তাদের সেই রঙিন পানীয় কিনতে হচ্ছিল। শর্তসাপেক্ষে মদের দোকান খোলার অনুমতি নেওয়ার পর দেখা গেছে প্রথমদিকে মদ কেনার চাহিদা থাকলেও পরের দিকে দামের কথা চিন্তা করে সেই চাহিদা ধীরে ধীরে কমেছে।

জনতার বিক্ষোভের জেরে টোল ট্যাক্স আদায় বন্ধ মেজিয়ায় জাতীয় সড়কে

বাঁকুড়া, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জনতার বিক্ষোভের জেরে বাঁকুড়ার ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর মেজিয়ায় টোল ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। মঙ্গলবার সকাল থেকে বাঁকুড়া-রানিগঞ্জ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ডাং-মেজিয়ার টোল প্লাজায় আচমকা টোল ট্যাক্স আদায় করতে শুরু করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। আগাম কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এই টোল ট্যাক্স আদায় করাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দা ও গাড়ি মালিকরা টোল প্লাজায় এসে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাদের দাবি দেশের করোনা পরিস্থিতিতে প্রত্যেকের অবস্থা শোচনীয়। তাছাড়া বাঁকুড়া থেকে মেজিয়া পর্যন্ত এই ৪০ কিমি রাস্তার উপর দুটি দুর্বল সেতু রয়েছে সেই সেতু দুটি আগে নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে।অমরকাননের কাছে শালী নদীর উপর রয়েছে একটি সেতু অন্যটি মেজিয়ার তারাপুর জোড়ে। এই সেতু দুটি এতটাই রুগ্ন এবং ভঙ্গুর হয়ে রয়েছে যে ভারি যানবাহন চলাচল করা তো দূরের কথা লম্বা ট্রেলার গাড়ি পার হতে পারেনা। বহুবার দুর্ঘটনা ঘটেছে। এমনকি অনেক সময় সেতু ভেঙে যান চলাচল বন্ধ হয়েও যায়। সেতু দুটি নতুন করে তৈরি করার কথা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের। কিন্তু শালী নদীর উপর সেতুটি তৈরির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোনো হেলদোল নেই। অন্যদিকে তারাপুর জোড়ের উপর সেতুটি তৈরি হলেও জমি জটে দুদিকের সংযোগ রাস্তা তৈরি না হওয়ায় তা আটকে আছে। প্রায় বছর খানেক আগেই টোল প্লাজায় ট্যাক্স আদায়ের সমস্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলে। এই সময় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের কাছে কথা দেয় সেতু দুটি নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত টোলপ্লাজায় ট্যাক্স আদায় করা হবে না। কিন্তু এদিন আগাম কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই টোল আদায় শুরু করতে দেখে স্থানীয় মানুষজন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। মারমুখী জনতা টোলপ্লাজায় ট্যাক্স আদায় বন্ধ রাখার জোরালো দাবি করে কর্মীদের হুমকি দিতে থাকেন। তাদের দাবি করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এবং দুর্বল সেতু দুটি নবনির্মিত না হওয়া পর্যন্ত টোল আদায় বন্ধ রাখতে হবে। খবর পেয়ে মেজিয়া থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে আপাতত টোলপ্লাজায় বন্ধ করে দেয়। এ বিষয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ওড়িশার বালেশ্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। বালেশ্বর থেকে মেদিনীপুর বাঁকুড়া আসানসোল প্রভৃতি এলাকা বিস্তৃত রয়েছে এই সড়কটি। গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে বহু যানবাহন চলাচল করে।টোল আদায়ের কোন ব্যবস্থা না থাকলেও সম্প্রতি বাঁকুড়া মেদিনীপুর এর কিছু জায়গায় টোল প্লাজা নির্মাণ করা হয়। বাঁকুড়ার মেজিয়ায় এদিন থেকে টোল আদায়ে শুরু হলে জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

কলকাতায় কমছে কন্টেনমেন্ট জোন

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আরও একবার কমল কলকাতায় কমলো সংক্রমিত এলাকার সংখ্যা। ১১ থেকে কমে সংক্রমিত এলাকার সংখ্যা দাঁড়াল ৭ এ।সংক্রমণ রোধে কলকাতা পুরসভার মাইক্রপ্ল্যানিং যে ভালই কাজ করছে তা বলাই বাহুল্য। এদিকে রাজ্যে করোনা সংক্রমনের শীর্ষে রয়েছে কলকাতা। এই অবস্থায় শহরের কনটেইনমেন্ট জোনের নিম্নমুখী সূচক সাময়িক স্বস্তি দিয়েছে শহরবাসীকে।

নবান্ন ও কলকাতা পুরসভার যৌথভাবে ২৮ তারিখ পর্যন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে নতুন তালিকা প্রকাশ হয়। সেখানে দেখা গিয়েছে অভূতপূর্বভাবে কমেছে কনটেইনমেন্ট জোনের সংখ্যা। প্রকাশিত নতুন তালিকায় দেখা গিয়েছে, কলকাতায় কনটেইনমেন্ট জোনের সংখ্যা কমে হয় ৭। নতুন কন্টেইনমেন্ট জোনের তালিকায় রয়েছে, একের অধিক কন্টেইনমেন্ট জোন রয়েছে ৩ নম্বর, ৯ নম্বর ও ১৬ নম্বর বরোতে। এই তিন বরোতে সংক্রমিত এলাকার সংখ্যা ২ টি করে মোট ৬ টি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যেও ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পালিত হবে রাষ্ট্রীয় শোক

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মৃত্যুতে কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্যেও ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পালিত হবে রাষ্ট্রীয় শোক। অর্ধনমিত অবস্থায় থাকবে রাজ্যের সমস্ত সরকারি বিল্ডিংয়ে জাতীয় পতাকা। এদিন অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা জানান।

স্মৃতির পাতা খুলে ফিরহাদ জানান, কেমন ছিল তাঁর সাথে প্রণব বাবুর সম্পর্ক। তিনি জানান, 'প্রণবদার মৃত্যু ভারতের রাজনীতিতে নক্ষত্র পতন। ওনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভাল ছিল।অনেক ছোট থেকে আমাকে চিনতেন। একবার এক অনুষ্ঠানে আমার নাম বলতে গিয়ে, আমাকেই জিজ্ঞাসা করে বসেন।বলেন, তোর ভালো নামটা কী যেন ববি ? ওনার সাউদার্ন এভিনিউর বাড়িতে যেতাম।'

তিনি আরও জানান, 'আমার মনে পড়ছে, উনি তখন দেশের অর্থমন্ত্রী। আমাদের সব সরকার হয়েছে। বাংলায় অমিত মিত্র অর্থমন্ত্রী তখন।পরবর্তীকালে উনি দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। রাজ্যে এলে মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওনাকে রিসিভ করার জন্য আমাকেই পাঠাতেন। দেখা হলেই বলতেন, ববি কেমন আছিস ভালো আছিস তো।যেন এক অভিভাবক প্রশ্ন করছেন। উনি চলে যাওয়ায় সেই সংস্পর্শটা আর পাব না।'

২২ দিনের লড়াই শেষে ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুর কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। রাজাজি মার্গের বাড়িতে শৌচালয়ে পড়ে মাথায় আঘাত পান প্রণব বাবু। এর পরে তাঁর দেহে করোনা সংক্রমণও পাওয়া যায়। মাথায় অস্ত্রোপচারের পর ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। বিগত কয়েকদিন গভীর কোমায় ছিলেন তিনি। সংক্রমণ দেখা দেয় ফুসফুসেও। কিডনিও বিকল হতে শুরু করে। এর পরেই গতকাল দিল্লির আর্মি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। বিকেলে তাঁর পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় টুইট করে মৃত্যুর খবর জানান।

করোনা আক্রান্ত অভিনেত্রী সৌমিলি

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। শহরজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অজানা অদৃশ্যই ভাইরাস। ইতিমধ্যেই টলিউডের অন্দরমহলে হানা দিয়েছে করোনা। আর এবার করোনা আক্রান্ত অভিনেত্রী সৌমিলি বিশ্বাস।

করোনা আতঙ্কে কোণঠাঁসা শহরবাসী। সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটি সকলের ঘরে ঘরেই হানা দিচ্ছে করোনা। আর এবার করোনা হানা অভিনেত্রী সৌমিলি বাড়িতেও। করোনা আক্রান্ত অভিনেত্রী। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে নিজে এ কথা জানালেন তিনি। পোস্ট করে তিনি জানান তিনি করোনা পরীক্ষা করেছিলেন এবং তার রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আপাতত তিনি হোম আইসোলেশন আছেন।

ময়নাগুড়িতে মোবাইল দোকানে দু:সাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

ময়নাগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে মোবাইলের দোকানে দু:সাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি বাজারে ঘটনাটি ঘটে।

দোকান মালিক প্রবেশ মোর বলেন, 'বেশকিছু মোবাইল সহ নগদ ১ লক্ষ টাকারও বেশি নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা।' প্রাথমিকভাবে অনুমান, সাড়ে ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকার মোবাইল ফোন নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এছাড়াও ময়নাগুড়ি বাজারে উজ্জ্বল শীল নামে এক ব্যক্তির অফিস ঘরের তালা ভেঙে দুষ্কৃতীরা ভিতরে ঢুকে সমস্ত কাগজপত্র লণ্ডভণ্ড করে। যদিও কোনও টাকা রাখা ছিল না। এই বিষয়ে উজ্জ্বল শীল বলেন, 'সকালে অফিস খোলার সময় তালা ভাঙা দেখেই পুলিশকে খবর দিই।' এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মেটেলি ব্লকে আরও ৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ

চালসা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকে আরও ৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণের হদিস মিলল। র্যাণ্ডম অ্যান্টিজেন টেস্টে তাঁদের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে।

মঙ্গলবার ব্লক স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার মেটেলি ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৫৯ জনের অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়। এর মধ্যে ৪ জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। করোনা সংক্রামিতদের শারীরিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সেফ হোম, হোম আইসোলেশন কিংবা কোভিড হাসপাতালে পাঠানো হবে। ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় এই ধরণের টেস্ট শিবির করা হচ্ছে বলে ব্লক স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে। মেটেলি ব্লকে ইতিমধ্যে করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা বাড়ছে। ব্লক স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে করোনা বিষয়ে জনগণকে সচেতনও করা হচ্ছে।

এবার টালিগঞ্জে স্বল্পমূল্যের চিকিৎসা শুরু সিপিআইএমের

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা আবহে চলতি বছর আর্থিক সংকটে বহু মানুষ। এরই মাঝে এবার সাধারণের কথা ভেবে স্বল্পমূল্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা শুরু সিপিআইএমের।

শ্রমজীবী ক্যান্টিনের পর এবার স্বল্পমূল্যের চিকিৎসা।জানা যাচ্ছে, মাত্র ৫০ টাকার বিনিময়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন । চলতি মাস থেকেই শুরু হয়ে যাবে এই পরিষেবা । সূত্রের খবর চিকিৎসকদের দলে রয়েছেন ফুয়াদ হালিম সহ আরও অনেকে । মাত্র ৫০ টাকায় দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ কঠিন পরিস্থিতিতে চিকিৎসা পেলে তাতে অনেকের সুবিধা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে যাদবপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে চলছে শ্রমজীবী ক্যান্টিন। কুড়ি টাকায় ভর পেটটা খেতে পারেন সাধারণ মানুষ।

তুলনা প্রিয়াঙ্কাব

পাচের পাতার পর

হয়ে ছিলেন রাহুল গান্ধী।তিনি জানিয়েছেন, স্বাধীন ভারতে এত বড় পতন আগে কখনও হয়নি। ছ''মাস আগে সরকারকে সতর্ক করা সত্ত্বেও তারা সজাগ ছিল না। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় মুখপাত্র রন্দীপ সিং সূর্যেওয়ালা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর এখন মেনে নেওয়া উচিত যেটাকে তিনি মাস্টার স্ট্রোক বলেছিলেন সেটা ডিজাস্টারে পরিণত হয়েছে।

ধরনা-বিক্ষোভ

তিনের পাতার পর

ফেলে দিয়েছে তা এখন অনুমান করতে পারছে না। প্রভাত অপহরণের মামলায় মুখ্য অভিযুক্ত কোভিড ১৯ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আদালতের নির্দেশে তাকে হাফলং সরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

এদিকে আজকের প্রতিবাদস্থলে প্রতিবাদকারীরা প্রভাতকে অবিলম্বে জীবিত বা মৃত অবস্থায় উদ্ধার করার দাবি জানিয়েছে সরকারের কাছে। যুব প্রজন্মের মধ্যে যে অপরাধের প্রবণতা বাড়ছে তা নিয়ে কালাচান্দ এলাকার সাধারণ মানুষ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কালাচান্দ চান্দপুর নগরের গ্রামপ্রধান এ সব অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। কালাচান্দের প্রবীণ নাগরিক প্রণীল নুনিসা পাহাড়ি জেলায় যুব প্রজন্মের মধ্যে যে ধরনের অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, অভিভাবকদেরও নিজের নিজের ছেলেমেয়েরা কী করছে সে ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত জরুরি।

ভার্চুয়াল টাং সোড়ু চ্যাম্পিয়ানশিপে পাঁচটি প্রতিযোগিতায় তিনটি সোনা ও একটি ব্রোঞ্জ এল ঝাড়গ্রামে

ঝাড়গ্রাম, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভার্চুয়াল টাং সোড়ু চ্যাম্পিয়ানশিপে পাঁচটি প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেয়ে তিনটি সোনা ও একটি ব্রোঞ্জ এল ঝাড়গ্রামে। টাং সোড়ু ঝাড়গ্রাম স্পোর্টস অ্যাশোশিয়েশনের পক্ষ থেকে এই খেলায় অংশ গ্রহন করেছিল।

ঝাড়গ্রামের এই সংস্থার জেলার সম্পাদক শঙ্কর থাপা জানিয়েছে প্রথম ভার্চুয়াল এশিয়ান টাংসোড়ু চ্যাম্পিয়ানশিপে পাঁচটি দেশ অংশগ্রহন করেছিল।প্রথমে ঝাড়গ্রামের প্রতিযোগিদের ভিডিও গুলি জাতীয় স্তরে পাঠানো হয়েছিল।সেখান থেকে প্রতিযোগীদের নির্বচিত করা হয়েছিল।তারা আবার ভিডিওতে তাদের নানা ইভেন্টগুলি দেখায়।এই ভাবে দেশের হয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে পাঁচজন সাফল্য পয়েছে।ঝাড়গ্রামের এই সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে করোনা আবহে প্রতিযোগিরা আলাদাভাবে ভিডিও গুলি তুলেছিল।

বিধায়িকা

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ অফিসার করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। তিনি অনুরোধ করেছে সম্প্রতি তার সংস্পর্শে যারা এসেছেন তারা যেন সেলফ আইসোলেশনে যান এবং কোভিড-১৯ পরীক্ষা করান।

প্রসঙ্গত, এখন পর্যন্ত রাজ্যে বিজেপির চারজন বিধায়ক করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। তাছাড়া দুজন আইপিএফটির বিধায়কও করোনা সংক্রমিত হয়েছেন।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

এই ভ্রাম্যমান রেল হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সাব্রুম আগামীদিনে দক্ষিণ এশিয়ার সিংহদুয়ার হবে। এখানে স্পেশাল ইকোনমিক জোন, লজিস্টিক হাব, ফেনি ব্রিজ গড়ে তোলার কাজ চলছে দ্রুত। সাব্রুম হয়ে উঠবে বাণিজ্যিক রাজধানী, দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।

গান স্যালুট

● প্রথম পাতার পর

রোড মহাশ্মশান, সর্বত্রই কোভিড প্রোটোকল মেনে শেষকৃত্য করা হয়। পিপিই কিট পরেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। পরিবারের অন্য সদস্যরাও সবাই পিপিই কিট পরে শামিল হয়েছিলেন শেষকৃত্যে। এ ছাড়া কোভিড প্রোটোকল মেনে শ্মশানেও লোকসংখ্যা সীমিত রাখা হয়েছিল।

দেশবাসীকে শোকস্তব্ধ করে না-ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন ভারতরত্ন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। সোমবার দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের আর্মি রিসার্চ এন্ড রেফারেল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। গত ৯ আগস্ট রাতে দিল্লির ১০ রাজাজি মার্গের বাসভবনে শৌচাগারে প্রণববাবু পড়ে যান, তাঁকে ভর্তি করা হয় সেনা হাসপাতালে। সুস্থ হয়ে আর বাড়ি ফিরলেন না তিনি, মঙ্গলবার সকালে ১০ রাজাজি মার্গের বাড়িতে পৌঁছয় প্রণবের নশ্বর দেহ।

এদিন সকালে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রমুখ। প্রণবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত, সেনা প্রধান এম এম নরবনে, বায়ুসেনা প্রধান মার্শাল আর কে এস ভাদৌরিয়া, নৌবাহিনীর প্রধান করমবীর সিং প্রমুখ। এছাড়াও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রমুখ। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রয়াণে কেন্দ্র সাত দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। সরকারি বিনোদন অনুষ্ঠান হবে না।

সাত

● প্রথম পাতার পর

রেশমা বেগম, শুক্কুরজান বিবি ও সুজেল হোসেন (১১) বলে তাদের অভিযোগ।তবে অল্পবিস্তর আহত হয় জায়গার মালিক মজির উদ্দিন তার স্ত্রী ও পুত্র। ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ছুটে এসে গুরুতরভাবে আহত উভয়পক্ষের ৮ জন পুরুষ মহিলা ও শিশুকে উদ্ধার করে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক সকলের অবস্থা গুরুতর দেখে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। তাদের মধ্যে সুজেল হোসেনের কাকা নুরুল হকের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। তড়িঘড়ি নুরুল হকের আত্মীয় পরিজনরা তাকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কালরাতেই জিবি হাসপাতাল তার মৃত্যু হয়।

পাশাপাশি এই ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পর চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ ২১ নম্বরের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬/৩০৭/৩৪ ধারায় একটি মামলা রুজু করে দা ও লাঠি দিয়ে আক্রমনকারী অভিযুক্ত মজির উদ্দিন (৪৮), স্ত্রী আয়াতুন নেছা(৩৮) ও ছেলে আব্বাস উদ্দিনকে (১৮) গ্রেপ্তার করে। এদিকে চুড়াইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস জানান,ধৃত মজির উদ্দিন তার স্ত্রী ও ছেলেকে আজ ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করেছে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে হামলায় ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ বলে ওসি জানান।

এখন দেখার বিষয় স্বজনহারা পরিবারটি কতটুকু নায্য বিচার পায়।

কান্ড

● প্রথম পাতার পর

তুলেছেন তারা।বহিরাগতকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত তারা কোনোভাবেই মেনে নেবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এমনকি সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে তারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন।ঘটনার খবর পেয়ে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তারা সাহাপাড়া ছুটে যান।পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তালা খোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু এলাকাবাসী কোনো অবস্থাতেই পিছু হটতে নারাজ। তাদের দাবি মেনে স্থানীয় কাউকে অঙ্গনওয়াড়ি পর্বে হিসেবে নিযুক্ত করা না হলে তারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র অচল করে দেবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। জানা গেছে স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে প্রশাসনের তরফ থেকে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কাঁপল মণিপুর

আটের পাতার পর

রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.১। মণিপুরের উখরুল থেকে ৫৫ কিলোমিটার পূর্বে ভূকম্পন অনুভূত হয়।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোররাত ২.৩৯ মিনিট নাগাদ ৫.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় মণিপুরের উখরুল থেকে ৫৫ কিলোমিটার পূর্বে। মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুরে মাঝেমধ্যেই ভূকম্পন অনুভূত হয়।

আহত শ্রমিক

আটের পাতার পর

সারাইয়ের কাজ করছিল ত্রিপুরা নামে ওই বিদ্যুৎ শ্রমিক। বিদ্যুতের খুঁটির ওপর থেকে একবারে নিচে পড়ে যায় সে। তাতে সে গুরুতর ভাবে আহত হয়।অন্যান্য শ্রমিক ও স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।বিদ্যুতের লাইন সারাই এর কাজ করতে গিয়ে খুঁটির উপর থেকে নিচে পড়ে আহত শ্রমিকের চিকিৎসা সম্পূর্ণ ব্যবহার বিদ্যুৎ নিগমকে গ্রহণ করার জন্য দাবি উঠেছে।

কার্ফু

● প্রথম পাতার পর

সমস্ত ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান, প্রতিষ্ঠান, ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপের অনুমোদন রয়েছে। তবে দোকান, মার্কেট কমপ্লেক্স ও শপিং মলগুলিতে ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব দোকানের সামনে এক মিটারের কম প্রশস্ত জায়গা রয়েছে সেসব দোকানে একবারে একজনের বেশি ক্রেতা ঢুকতে পারবেন না। যেসব দোকানের সামনের দিক এক মিটার বা তার বেশি প্রশস্ত সেক্ষেত্রে দুজন ক্রেতা একসাথে ঢুকতে পারবেন, অন্যরা তাদের পেছনে দাঁড়াবেন। বাজার এলাকা প্রতিদিন স্যানিটাইজ করতে হবে। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই মাস্ক পরিধান করতে হবে।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে, জেলার মধ্যে-এবং জেলার ভিতরে সরকারি ও বেসরকারি যানবাহন চলাচল করতে পারবে। তবে সব যানবাহনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। চালক, তার সহকারি এবং যাত্রী সবাইকে মাস্ক পরিধান করতে হবে। আগরতলা পুর পরিষদের বাইরে সমস্ত সরকারি/স্ব-শাসিত সংস্থা তার অধীনস্ত ও বেসরকারি অফিস পুরোদমে খোলো থাকবে। তবে আগরতলা পুর এলাকায় জরুরী পরিষেবার সাথে যুক্ত দপ্তরগুলিকে বাদ দিয়ে বাকি অফিসগুলি গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশ কর্মচারী দিয়ে চলবে। মাস্ক/মুখাবরণ ব্যবহার বাধ্যতামূলক। অফিস চত্বর নিয়মিতভাবে স্যানিটাইজেশন করতে হবে এবং অফিসে প্রবেশ নির্গমন পথে হ্যান্ড স্যানিটাইজার এর ব্যবস্থা থাকতে হবে। দ্বাররক্ষীরা মাস্ক ছাড়া কাউকে অফিসে ঢুকতে দেবেন না। বাইরে থেকে আসা লোকেরা অগ্রিম অনুমতি নিয়ে আসবেন যাতে ভিড় না হয়। অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন ফোন, হেল্পলাইন, কন্টোল রুম, অনলাইন গ্রীভেন্স ব্যবস্থা করা যেতে পারে সমস্যা সমাধানের জন্য। যদি অফিসে বৈঠক করতেই হয় তাহলে ২০ জনের বেশি এতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সমস্ত বিদ্যালয়, কলেজ, শিক্ষা ও কোচিং প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। তবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ২৯ আগস্ট জারি করা আদেশ অনুযায়ী কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ব্যবস্থা নেওয়া যাবে যার জন্য শিক্ষা দপ্তর আলাদাভাবে আদেশ জারি করবে। সিনেমা হল, সুইমিং পুল, বিনোদন পার্ক, থিয়েটার, অডিটরিয়াম, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের হল ইত্যাদি বন্ধ থাকবে। ৬. সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা, বিনোদনমূলক, শিক্ষাগত এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ থাকবে। বিনা প্রয়োজনে লোকের জমায়েত এড়িয়ে চলতে হবে। দাহক্রিয়া বা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে ২০ জন এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে ৫০ জনের বেশি লোকের সমাগম হতে পারবে না। স্বাস্থ্য শিবির/রক্তদান শিবির ও বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে ২০ জনের বেশি লোকের জমায়েত হতে পারবে না। ২৯ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকারের জারি করা নির্দেশ কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

আগরতলা পুর নিগম এলাকা ছাড়া সারা রাজ্যে রাতের কার্ফু বলবত থাকবে রাত ৯টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত এই কার্ফু চলবে। কিন্তু আগরতলা পুর নিগম এলাকায় কারফিউ বলবত থাকবে রাত ৮টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত। সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক কার্ফু সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন। তবে জরুরী পরিষেবা ও ক্রমচলমান শিল্প প্রক্রিয়া কাফুর বাইরে থাকবে। সমস্ত অফিস ও পাবলিক প্লেসে থার্মাল স্ক্যানিং, হ্যান্ডওয়াশ এবং স্যানিটাইজার-এর ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং নিয়মিতভাবে এসব জায়গা স্যানিটাইজ করতে হবে। অফিসে, পাবলিক প্লেসে এবং ভ্রমণের সময় মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক। জরুরী প্রয়োজন কিংবা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ ছাড়া ৬৫ বছরের বেশি কিংবা ১০ বছরের কম বয়সী অন্যান্য রোগের সমস্যা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের বাড়িতে থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত নিয়ম নির্দেশিকা কার্যকর করার দায়িত্বে থাকবেন সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক। নিয়ম

উল্লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর ৫১ থেকে ৬০ ধারা এবং পি সির ১৮৮ ধারায় আইনী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়াও রাজ্য সরকার দ্য এপিডেমিক ডিজিজ কোভিড- ১৯ রেগুলেশনস ২০২০ অনুযায়ী কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

ভ্রমণের ইতিহাস থাকলে ১৪ দিনের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইন-এ থাকা। পাবলিক প্লেস/কর্মসংস্থান/ভ্রমণকালে/ড্রাইভিং-এর সময় মাস্ক/মুখাবরণ ব্যবহার করা। গণপরিবহন ও বেসরকারি/ব্যক্তিগত পরিবহণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, সামাজিক দূরত্ব, মাস্ক ইত্যাদি নিয়ম মেনে দোকান চালানো। মাস্ক না ব্যবহার করলে জরিমানা হবে ২০০ টাকা (প্রথমবার) এবং ৪০০ টাকা পরবর্তী প্রতিবারে। দোকানে/ভ্রমণে সামাজিক দূরত্বের নিয়ম ভঙ্গ করলে বা গৃহে একান্তবাসের নিয়ম ভঙ্গ করলে ১০০০ টাকা জরিমানা হবে।

আক্রান্ত ৫৬৬

● প্রথম পাতার পর

করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত করা হচ্ছে। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তদের হোম আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার। তাঁর আবেদন, উপসর্গহীন করোনা রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে বাড়িতে থাকুন। করোনা আক্রান্তদের জন্য ত্রিপুরা সরকার ১০ দিনের খাদ্য সামগ্রী বিনামূল্যে পৌঁছে দেবে। বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব না হলে হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের দেড় হাজার টাকা নগদে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপসর্গযুক্ত করোনা রোগী যাদের শ্বাসকষ্ট, জ্বর, অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাচ্ছে তারা নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করুন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অযথা বাজারে ভিড় করবেন না, প্রতিদিন বাজার করার অভ্যাস পাল্টান। নিজে সতর্ক থাকুন, অপরকে সতর্ক করুন। তিনি বলেন, করোনা আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। আগে ত্রিপুরা রাজ্যের কোথাও একটিও মাস্ক তৈরি হত না। জিবিপি হাসপাতালে প্রথম সরকারি উদ্যোগে মাস্ক তৈরি করা হয়। এখন ত্রিপুরার মা বোনেরা এবং অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মাস্ক তৈরি করছে। সর্বত্র এখন মাস্ক পাওয়া যায়। রাজ্যের সব হাসপাতালেই এখন স্যানিটাইজার, মাস্ক, পিপিই কিট, গ্লাভস ও পর্যাপ্ত ওষুধ রয়েছে। ইতিমধ্যে ১০০৬টি অক্সিমিটার নানা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া ৩০০টি অক্সিমিটার আনা হয়েছে। আরও ৭০০টি অক্সিমিটার আনা হবে। মুখ্যমন্ত্রী নিয়মিত শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা মেপে নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি আদা, তুলসী, লং ইত্যাদি গরম জলে ফুটিয়ে পান করার পরামর্শ দেন। কোভিড-১৯ নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারের পরও কিছু মানুষ করোনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন না।

এদিন তিনি ত্রিপুরায় চলা কিছু আন্দোলন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বলেন, এখন আন্দোলনের সময় নয়। ১৬ দফা আন্দোলন মানে করোনা-কে আহ্বান করা। দেশের অর্থনীতির হাল কী হবে তা চিন্তা করার জন্য দেশের অর্থনীতিবিদগণ আছেন। এ সময়ে আন্দোলন করা মানে কোভিড-১৯ যোদ্ধাদের হীনবল করে তোলা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সরকার জনগণের সরকার। জনকল্যাণে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার দিশায় সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য সরকার ২৩টি আত্মনির্ভর প্রকল্প ঘোষণা করেছে। ১ লক্ষ ছোট ছোট ব্যবসায়ী ভরতুকিতে ঋণ পাবেন। বর্গাদারদের কল্যাণেও সরকার নতুন প্রকল্প আনছে। এতে ৫০ হাজার বর্গাদার উপকৃত হবেন। দুর্নীতিমুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে রাজ্যে ৮০টি ব্যবস্থাকে অনলাইন করা হয়েছে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

করে কলানপুর থানার পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। আটক দু''জনকেই খোয়াই জেলা আদালতে সোপর্দ করা হয়।আদালত দুজনকে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেলহাজতে থাকার নির্দেশ দেয়।নিকট আত্মীয়ের নাবালিকা কন্যাকে অপহরণ করে অন্ধকার জগতে বিক্রি করে দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলানপুর এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে ও রাজ্য থেকে একাধিক নাবালিকাকে বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।এ ধরনের ঘটনা পরপর ঘটতে থাকায় নাবালিকা বিশেষ করে গরিব পরিবারের মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় ক্রমশ বাড়ছে।

াঙ্গন

অস্ট্রেলিয়ায় কোয়ারেন্টিনে থাকতে ‘প্রস্তুত’ কোহলিরা

সিরিজ আয়োজনের জন্য অস্ট্রেলিয়ার মরিয়াভাব বুঝতে পারছে ভারত। দক্ষিণ এশিয়ার দেশটির ক্রিকেট বোর্ডও দিয়েছে নিজেদের সর্বোচ্চটুকু করার প্রতিশ্রুতি। বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রয়োজনে সফরে গিয়ে দুই সপ্তাহ কোয়ারেন্টিনে থাকতে প্রস্তুত বিরাট কোহলির দল।টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে-পরে মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনটি করে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি ও চারটি টেস্ট খেলার কথা ভারতের।করোনাভাইরাসের জন্য আপাতত বিশ্বজুড়ে বন্ধ রয়েছে ক্রিকেট। বিসিসিআই কোষাধ্যক্ষ অরুন ধুমাল মনে করেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে মাঠে ক্রিকেট ফেরানো ঠিক হবে না।“ওরা দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্রিকেটের বাইরে থাকবে। অনুশীলন ছাড়া সরাসরি দেশের বাইরে গিয়ে বিশ্বকাপের মতো লম্বা টুর্নামেন্টে খেলা কি ঠিক হবে? এই ব্যাপারে সব বোর্ডের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটা কঠিন হবে।”

বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ায় তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল ভারতের। এ নিয়ে দেশটি যে আর ভাবছে না তা স্পষ্ট ধুমালের কথায়। করোনাভাইরাসের জন্য সীমান্ত বন্ধ করে রেখেছে অস্ট্রেলিয়া। ভারতীয় ক্রিকেটাররা সফরের অনুমতি পাবেন, এরই মধ্যে জানিয়েছে দেশটির সরকার। সিডনি মর্নিং হেরাল্ডকে ধুমাল জানান, সফরে গিয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষার সকল বিধি নিষেধ মানতে প্রস্তুত ভারতের ক্রিকেটাররা। করোনাভাইরাসের প্রকোপে ভারতের সফর বাতিল হলে বিশাল আর্থিক ক্ষতির শঙ্কায় রয়েছে ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া। কোহলিদের আনতে যত রকম চেষ্টা সম্ভব, চালিয়ে যাচ্ছে তারা। ধুমাল জানালেন, সফর নিয়ে ইতিবাচক ভারত।“কোনো পথ নেই-সবাইকে কোয়ারেন্টিনে থাকতেই হবে। যদি কেউ ক্রিকেট আবার শুরু করতে চায়। দুই সপ্তাহের লকডাউন বেশি দীর্ঘ নয়। যেকোনো খেলোয়াড়দের জন্য এটা হবে আদর্শ বিষয়। কারণ, দেশে লম্বা সময় ধরে কোয়ারেন্টিনে থাকার পর অন্য দেশে গিয়ে দুই সপ্তাহের লকডাউন ভালোই লাগবে। আমাদের দেখতে হবে, এই লকডাউনে কী নিয়মাবলী দেওয়া হয়।”

ব্যাটিংয়ে নামলেই বেড়ে যায় ধোনির হৃদস্পন্দন

ম্যাচের খুব কঠিন পরিস্থিতিতে মেজাজ ধরে রাখার জন্য পরিচিত মহেন্দ্র সিং ধোনি। প্রবল চাপের সময়ও বরফ শীতল মানসিকতার জন্য তাকে বলা হয় ‘ক্যাপ্টেন কুল।’ তবে অন্য সবার মত তিনিও চাপ অনুভব করেন। যেমন ব্যাটিংয়ের শুরুতে। সাবেক ভারতীয় অধিনায়কের সহজ স্বীকারোক্তি, ব্যাটিংয়ের শুরুতে তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, ম্যাচের কঠিন সময়ে অনুভব করেন চাপ।ক্রীড়াক্ষেত্রে পারফরম্যান্সের উন্নতিতে অ্যাথলেটদের মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি কার্যক্রম চালু করেছে ‘এমফোর’ নামের ভারতীয় এক সংস্থা। ভারতজুড়ে লকডাউন শুরু হওয়ার আগে সংস্থাটির আয়োজনে বিভিন্ন খেলার কোচদের সঙ্গে আলোচনায় মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেন ধোনি।

সংস্থাটি সম্প্রতি ধোনিকে উদ্ধৃতি করে বিবৃতি দিয়েছে।“আমার মনে হয়, ভারতে মানসিক বিষয়গুলো মানুষ সহজে মেনে নিতে পারে না। এখানে আমরা সাধারণত এটিকে মানসিক অসুস্থতা বলে থাকি।”“আমি যখন ব্যাট করতে নামি, প্রথম ৫-১০ বল খেলার সময় আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। আমি চাপ অনুভব করি, আমি কিছুটা ভয় পাই। সবার ক্ষেত্রেই এমনটি হয়-কীভাবে এর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায়?”

খেলোয়াড়দের মানসিকভাবে চাঙা রাখতে দলে মনোবিদ রাখার প্রয়োজন দেখছেন দুই সংস্করণে ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ধোনি।“এটি একটি ছোট সমস্যা। তবে অনেক সময় আমরা বিষয়টি নিয়ে কোচকে বলতে দ্বিধা করি। সেকারণেই যে কোনো খেলায় খেলোয়াড় ও কোচের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”২০১৯ বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনাল থেকে দলের বিদায় নেওয়ার পর আর মাঠে নামেননি ৯০ টেস্ট, ৩৫০ ওয়ানডে ও ৯৮টি টি-টোয়েন্টি খেলা ধোনি।

মানের সঙ্গে আপোস হলে টেস্ট খেলা উচিত নয়: রুট

টেস্ট ক্রিকেট মনোযোগ, একাগ্রতা, নিবেদন, মানসিক শক্তির খেলা। এর একটির সঙ্গেও আপোস করতে রাজি নন জো রুট। ইংলিশ টেস্ট অধিনায়কের মতে, মানে বিন্দুমাত্র নড়চড় হলে টেস্ট ক্রিকেট খেলা উচিত নয়।করোনাভাইরাসের প্রকোপে দীর্ঘদিন বন্ধ মাঠের ক্রিকেট। ইংল্যান্ডে সব ধরনের ক্রিকেট স্থগিত আগামী ১ জুলাই পর্যন্ত। এতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ইংলিশ মৌসুমের বেশির ভাগ সময়।তবে আশার আলো দেখছে ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। সম্ভাবনা রয়েছে সরকারের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার। এরপরই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে পিছিয়ে যাওয়া সিরিজ ও পাকিস্তান সিরিজ দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হলেও আয়োজন করতে চায় তারা।আসন্ন এই সিরিজগুলোর জন্য ২৫-৩০ জন ক্রিকেটারকে ৯ সপ্তাহের জন্য পরিবার থেকে দূরে রাখা হতে পারে। ইসিবির ভাবনা, নিরাপদ পরিবেশে থেকে জুলাই ও অগাস্টে ছয়টি টেস্ট খেলবে ইংল্যান্ড। কিন্তু ক্রিকেট ফেরানোর এই চেষ্টায় সুফল দেখছেন না রুট। তার মতে, নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য এ সময় ক্রিকেটার ও স্টাফরা থাকবেন প্রচুর চাপে। ফলে ক্রিকেটের মান হারানোর সম্ভাবনাও থাকবে অনেক।“আমার মনে হয় যদি খেলাটির সঙ্গে আপোস করা হয় তাহলে সামনে এটি খেলা উচিত নয়।আমি অনুভব করি, যদি সর্বস্ব দিয়ে টেস্ট না খেলতে পারি তাহলে আমাদের এটা খেলা উচিত নয় কারণ এটা খেলার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি নয়।”“বল পরিবর্তন করা নিয়ে কথা হচ্ছে। এমন কিছু দেখা দারুণ ব্যাপার হবে যেগুলো সম্ভবত পরিবর্তন করা যায়কিন্তু ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে আমার মতে, সরঞ্জাম ও টেস্ট ক্রিকেটের মানের সঙ্গে ওই ম্যাচগুলো খেলার জন্য আপোস করা হবে না।

বায়ার্নের সহকারী কোচ হলেন ক্লোসা

আগামী মৌসুমের জন্য বায়ার্ন মিউনিখের সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলের মালিক মিরোস্লাভ ক্লোসা। জার্মান ক্লাবটি বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানায়, ক্লোসার সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়েছে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত।৪১ বছর বয়সী সাবেক এই জার্মান ফরোয়ার্ড গত দুই বছর ক্লাবটির যুব দলের কোচের দায়িত্বে ছিলেন। ২০০৭ থেকে চার মৌসুম ক্লাবটির হয়ে খেলে তিনি দুটি করে জেতেন বুন্ডেসলিগা ও জার্মান কাপ।গত মাসে প্রধান কোচ হান্স ফ্লিকের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছে বায়ার্ন। ক্লোসা যখন ২০১৪ বিশ্বকাপ জেতেন, তখন জার্মানির সহকারী কোচ ছিলেন ফ্লিক। তার সঙ্গে বোঝাপড়াটা ভালো বলে জানান ক্লোসা।

“এই দায়িত্ব কোচ হিসেবে আমার ক্যারিয়ারের নতুন একটি ধাপ। আমি ফ্লিককে জাতীয় দলের সময় থেকে চিনি। ব্যক্তিগত ও পেশাগত দিক থেকে আমাদের একে অপরের প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে।”২০০১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে ১৩৭ ম্যাচে রেকর্ড ৭১ গোল করেন ক্লোসা। এর মধ্যে ১৬টি করেছেন বিশ্বকাপে।

রিয়াল গোলরক্ষককে ফাব্রেগাসের জবাব

মৌসুম শেষ করা না গেলে বার্সেলোনাকে লা লিগার চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা ঠিক হবে না- রিয়াল মাদ্রিদের গোলরক্ষক থিবো কোতর্োয়ার এমন মনোভাবের সঙ্গে একমত নন সেস ফাব্রেগাস। কাতালান ক্লাবটির সাবেক এই মিডফিল্ডারের মতে, সেক্ষেত্রে লিগ শিরোপা লিওনেল মেসিদেরই প্রাপ্য।গত মার্চে স্থগিত হয়ে যাওয়া স্পেনের শীর্ষ লিগে ২৭ রাউন্ড শেষে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। তাদের চেয়ে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে সবশেষ ২০১৬-১৭ মৌসুমে লিগ জেতা রিয়াল। কোর্তোয়ার মতে, ব্যবধান খুব কম হওয়ায় তাদের সামনে যথেষ্ট সুযোগ আছে লিগ শিরোপা জেতার। সেকারণে বার্সেলোনাকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা ঠিক হবে না বলে নিজের ওয়েবসাইটে বলেছিলেন বেলজিয়ান এই গোলরক্ষক। সাবেক চেলসি সতীর্থ কোতর্োয়ার ভাবনাটা বুঝতে পারছেন

ফাব্রেগাস। তবে বার্সেলোনাকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হলে তা মেনে নেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। স্পেনের একটি টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফাব্রেগাস উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন তার বর্তমান দল মোনাকোর কথা।“সবাই তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করবে। মোনাকোর কথা যদি বলি, অল্পের জন্য আমরা আগামী মৌসুমে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় থাকব না (চতুর্থ স্থানে থাকা লিলের চেয়ে ৯ পয়েন্ট পিছিয়ে নবম স্থানে মোনাকো)। কিন্তু ফ্রান্সের মতো লা লিগা যদি আর না হয়, তাহলে বার্সেলোনা হবে যোগ্য বিজয়ী।”“বিষয়টি এমন নয় যে আমাদের ইচ্ছে করছে বলে বন্ধ করে দিচ্ছি। অনিবার্য কারণে এটি করতে হচ্ছে।”অবশ্য আগামী জুনে পুনরায় শুরু করে চলতি গ্রীষ্মেই লা লিগার ২০১৯-২০ মৌসুম শেষ করার ব্যাপারে আশাবাদী লিগ কর্তৃপক্ষ। খেলোয়াড়দের অনুশীলনে ফেরার আগে তাদের করোনাভাইরাস পরীক্ষা করা হচ্ছে। পরীক্ষার ফল নেগেটিভ হলে তারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলন শুরু করতে পারবেন।

পাকিস্তানি অধিনায়কের ব্যাট কিনল ভারতের জাদুঘর

যে ব্যাট দিয়ে দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচে প্রথম ট্রিপল সেঞ্চুরির ইতিহাস গড়েছিলেন পাকিস্তানের আজহার আলি, সেই ব্যাট এখন শোভা পাবে ভারতের একটি জাদুঘরে। পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়কের সেই ব্যাট নিলামে কিনে নিয়েছে পুনের ‘ব্লেডস অব গ্লোরি’ ক্রিকেট জাদুঘর।করোনাভাইরাস দুর্গতদের সহায়তার জন্য নিজের ট্রিপল সেঞ্চুরির ব্যাট ও ২০১৭ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শিরোপা জয়ের জার্সি নিলামে তুলেছিলেন আজহার। দুটি স্মারক থেকে তিনি পেয়েছেন মোট ২১ লাখ রুপি।২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুবাইয়ে ৩০২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন আজহার। ১০ লাখ রুপিতে সেই ইনিংসের ব্যাট কিনেছে পুনের জাদুঘরটি। ক্রিকেটপ্রেমী রোহান পাটের উদ্যোগে গড়া এই জাদুঘর বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ক্রিকেট জাদুঘর। ৩৮ হাজারের বেশি ক্রিকেট স্মারক আছে এখানে। সাকিব আল হাসানের বিশ্বকাপ ব্যাটটিও নিলাম থেকে কেনার আগ্রহ ছিল এই জাদুঘর কতৃপক্ষের। তারা ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত বিড করেছিল। শেষ পর্যন্ত সাকিবের ব্যাট বিক্রি হয়েছিল ২০ লাখ টাকায়।চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নিজের জার্সিতে সব সতীর্থের অটোগ্রাফ নিয়ে রেখেছিলেন আজহার।

অ্যানফিল্ড বিপর্যয়ের পর বার্সেলোনার বিবর্ণ বছর

সব বড় সাফল্যের পিঠেই থাকে একটা ব্যর্থতার গল্প। লিভারপুল নিজেদের মাঠে লিখেছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসের অন্যতম সেরা প্রত্যাবর্তনের গল্প। বার্সেলোনার জন্য যা ইউরোপ সেরার লড়াইয়ের আরেকটি বেদনাগাথা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গত কয়েক মৌসুমে সময়টা ভালো কাটেনি বার্সেলোনার। টানা তিন আসরে কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকে ছিটকে পড়ে স্প্যানিশ দলটি। আগের মৌসুমে রোমার মাঠে বিব্রতকর হারের স্মৃতি তখনও তাজা।গত মৌসুমে অনেকটাই নিজেদের ফিরে পেয়েছিল বার্সেলোনা। শেষ আটের গেরো কাটিয়ে জায়গা করে নিয়েছিল শেষ চারে। নিজেদের মাঠে লিভারপুলকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে জাগিয়েছিল ফাইনালে খেলার আশা। কে জানতো, আবারও তাদের পুড়তে হবে আশাভঙ্গের বেদনায়। ফিরতি পর্বে বাজে ফুটবল খেলে ছিটকে পড়ে তারা।

বার্সেলোনার সাফল্যে ভরা ইতিহাসে ‘অ্যানফিল্ডের সেই বিপর্যয়’ অনেকের কাছে কালো এক অধ্যায়। সেই কষ্ট হয়তো আজও কাতালান ক্লাবটির অনেককে তাড়া করে ফেরে। হতাশার সেই অধ্যায়ের বৃহস্পতিবার পূর্ণ হলো এক বছর।কাম্প নউয়ে শেষ আটের প্রথম পর্বে একপেশে লড়াইয়ে ৩-০ গোলে জিতে ফাইনাল এক পা দিয়েই রেখেছিল বার্সেলোনা। কিন্তু ফিরতি পর্বে পুরোপুরি খেই হারিয়ে ফেলে তারা।সপ্তম মিনিটে দিভোক ওরিগির গোলে শুরু। ৫৪তম মিনিটে জর্জিনিয়ো ভিনালডাম ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। দুই মিনিট পর ডাচ এই মিডফিল্ডারের দ্বিতীয় গোলে দুই লেগ মিলে স্কোরলাইন হয়ে যায় ৩-৩। তখনও লা লিগা চ্যাম্পিয়নদের আশা বেঁচে ছিল, একটি গোল করতে পারলেই তো ম্যাচ তাদের হাতে চলে আসত। পারেনি সফরকারীরা। ৭৯তম মিনিটে ওরিগির গোলে পূর্ণতা পায় লিভারপুলের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। ওই হারের পর আবারও আগের আসরের ‘রোমা অধ্যায়’ নতুন করে আলোচনায় উঠে আসে। সেবার প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ৪-১ গোলে জেতার পর ফিরতি পর্বে ৩-০ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছিল বার্সেলোনা।লিভারপুলে হেরে ছিটকে যাওয়ার পর ওঠে সমালোনার ঝড়; যেন প্রমাণ হয়ে যায়, আগের বছরের সেই তেতো অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই শেখেনি তারা।অ্যানফিল্ডে হারের খানিক পরই বার্সেলোনা গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন বলেছিলেন, “এই হারের কারণ জানতে মনের গভীরে গিয়ে মনস্তাত্বিক দিকগুলো বুঝতে হবে।”ভেঙে পড়া লিওনেল মেসির কাছে পুরো বিষয়টি ছিল দুর্ভাগ্যজনক। ডিফেন্ডার জেরার্দ পিকের কাছে দুঃস্বপ্ন।“এটি দুঃস্বপ্ন, যা আমাদের অনেক দিন তাড়া করবে।”সেবার বার্সেলোনা লা লিগা জিতলেও অ্যানফিল্ডের সেই হার খেলোয়াড় যেন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। লুইস সুয়ারেসের কথায় তা ফুটে ওঠে।

“আমরা অনেক দিন, সপ্তাহ ভুগেছি। আমি বাসা থেকে বের হতে চাইতাম না। অনেক সতীর্থের মত সময়টা আমার জন্য খুব কঠিন ছিল।”ক্লাবটির ওপর সেই রাতের বিরূপ প্রভাব বেশ ভালোভাবেই পড়েছিল। ওই হারের পর তখনকার কোচ এরনেস্তো ভালভেরদেকে ছাঁটাই করা উচিত ছিল বলে অনেকের মত। কিন্তু বার্সেলোনা তা করেনি। অবশ্য তাতে ভালো কিছুও হয়নি; মৌসুমের মাঝামাঝি গত জানুয়ারিতে তাকে বিদায় করে কর্তৃপক্ষ। ক্লাবটির ইতিহাসে গত ১৫ বছরে কোচ ছাঁটাইয়ের যা প্রথম ঘটনা।ভালভেরদে যাওয়ার কিছুদিন পর দলটির অন্যতম পরিচালক এরিক আবিদাল মন্তব্য করে বসেন, ভালভেরদের সময় ফুটবলারদের অনেকে মাঠে শতভাগ দেননি।

তার এমন কথায় ক্ষেপে যান মেসি। ছয়বারের ব্যালন ডি’অর জয়ী তারকা সাবেক সতীর্থের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন, “ফুটবলারদের নিয়ে এ ধরনের কথা বললে তাদের নাম উল্লেখ করা উচিত। তা না হলে, অনেক কিছু ছড়ায় যা সত্যি নয়।” আবিদালের পেশাদারিত্ব ও ক্লাবের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। পরে ক্লাব সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউ দুজনের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সুরাহা করেন।সেখানেই শেষ নয়। গত ফেব্রুয়ারিতে ক্লাবটির বিরুদ্ধে অনেক বড় অভিযোগের খবর বের হয়। বিভিন্ন গণমাধ্যম তাদের প্রতিবেদনে দাবি করে, বার্তোমেউয়ের ভাবমূর্তি বাড়াতে ও যারা তার মতের বিপক্ষে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে বার্সেলোনা ‘আইথ্রি’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান ভাড়া করেছে।

তুমুল সমালোচনার মুখে ‘এসব খবর পুরোপুরি ভিত্তিহীন’ বলে বিবৃতিতে জানায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ।এরপর তো মার্চে করোনাভাইরাসের আঘাতে স্থগিত হয়ে যায় সব ধরনের খেলাধুলা। তবে বিতর্ক পিছু ছাড়েনি দলটিকে। গত ১০ এপ্রিল ক্লাবটির একসঙ্গে ছয় জন পরিচালক পদত্যাগ করেন।পদত্যাগের কারণ হিসেবে সঙ্কটকালীন সময়ে ক্লাবের দুর্বল ব্যবস্থাপনা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে তৈরি হওয়া ইস্যু এবং করোনাভাইরাসে সৃষ্টি হওয়া জরুরি অবস্থা পরবর্তী ক্লাবের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা বলা হয় তাদের যৌথ বিবৃতিতে। সবকিছু মিলে গত বছরের মে মাসে সেই যে লা লিগা জিতেছিল বার্সেলোনা, এরপর বারবার শুধু খারাপ খবর তাড়া করছে দলটিকে।চলতি মৌসুমে তাদের পারফরম্যান্সেও ওঠানামা আছে। তবে লা লিগা শিরোপা ধরে রাখার পথে ভালোভাবেই এগিয়ে আছে তারা। স্থগিত হয়ে থাকা লিগে ২৭ ম্যাচে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে শিরোপাধারীরা। দুইয়ে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে এগিয়ে আছে ২ পয়েন্টে।চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এখনও টিকে আছে বার্সেলোনা।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটার

দুঃসময় যেন পিছু ছাড়ছে না সোলো নকোয়েনির। আগে থেকে নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগতে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকান এই অলরাউন্ডার এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।২৬ বছর বয়সী নকোয়েনি বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানান এই খবর।“গত বছর আমি গিলান-বারে সিনড্রোমে আক্রান্ত হলাম। গত ১০ মাস ধরে লড়াই করছি এই রোগের সঙ্গে। সুস্থ হওয়ার মাঝপথে আমার যক্ষ্মা হলো, আমার লিভার এবং কিডনি অকার্যকর হয়ে গেল। আর আজ আমি করোনাভাইরাসে পজিটিভ হলাম। জানি না, সবকিছু কেন আমার সঙ্গেই হচ্ছে।”কোভিড-১৯

রোগে আক্রান্ত হওয়া তৃতীয় ক্রিকেটার তিনি।

আঠারোমুড়ায় এলিফেন্ট ক্যাম্প নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় আঠারমুড়া পাহাড়ের ঘন বনাঞ্চলে এলিফেন্ট ক্যাম্প নির্মাণ করা হচ্ছে। যা আগামী দিনে বন্য হাতির উন্মত্ত তান্ডব হ্রাস পেতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সংবাদে জনা গেছে, বন্যহাতির তান্ডব দমন করার জন্য রাজ্য বন দফতর থেকে ১৮মুড়া পাহাড়ের ৩৫ মাইল এলাকায় ঘন বনাঞ্চলের দুই হেক্টর জায়গা জুড়ে হাতির ক্যাম্প নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে সিপাহীজলার অভয়ারণ্য থেকে চারটি হাতি এনে রাখা হবে ৩৫ মাইল এলাকার হাতি ক্যাম্পে। পরে পোষ মানানো হাতি দিয়ে বন্যহাতিকে পোষ মানানোর চেষ্টা করা হবে। এই হাতি ক্যাম্পে হাতির জন্য ডাইনিং হল, হাতির রাখার জন্য চারটি ঘর নির্মাণের কাজ চলছে জোড় কদমে।

রাস্তার পথে থাকা আবর্জনা নিয়ে নিয়ে বিবাদে আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ সেপ্টেম্বর।। রাস্তায় পরে থাকা গোবর আবর্জনা নিয়ে বাকবিতণ্ডা পরে হাতাহাতি মারামারিতে আহত এক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন বাইশঘরিয়া এলাকায়। বিবরনে জানাযায় তেলিয়ামুড়া বাইশঘরিয়া এলাকার বাসিন্দা কামরুল হোসেন তার বাড়ির সামনে পরেথাকা গোবর ও আবর্জনা স্তুপ সম্পর্কে জানতে চায় পাশের বাড়ির জরিনা খাতুনের নিকট। এতেই ক্ষিপ্ত হয়েযায় জরিনা এবং কামরুল কে অকথ্য গালিগালাজ করতে থাকে। এরই মধ্যে জরিনা খাতুনের দুই ছেলে ইব্রাহিম ও জসিম আসে এবং তিন জনে মিলে কামরুল কে মারতে থাকে বলে অভিযোগ কামরুলের পরিবারের। তারা জানায় তাকে লোহার রড দিয়ে মাথায় ও পেটে আঘাত করে। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা কামরুল হোসেন কে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে বলে জানাযায়।

মুম্বইয়ে বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্য! চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু ৪ জনের

মুম্বই, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্য! মুম্বইয়ের ব্যস্ততম ক্রাওফোর্ড মার্কেটে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, এছাড়াও আরও ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার রাতে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেস্তোরাঁর বাইরে ফুটপাথে উঠে পড়ে। গাড়ির ধাক্কায় ও চাকায় পিষ্ট হন ৮ জন।সঙ্কটজনক অবস্থায় তাঁদের জে কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, ৪ জনের মৃত্যু হয়। বাকি ৪ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহতরা ফুটপাথে বসেছিলেন কিনা, তা জানা যায়নি। মৃতদের নাম-নঈম, সরোজা, জুবেদা এবং অজ্ঞাত পরিচয় একজন মহিলা। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘাতক গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। শুরু হয়েছে তদন্ত।

উত্তর-পূর্বে মৃদু ভূমিকম্প, ৫.১ তীব্রতায় কাঁপল মণিপুর

ইম্ফল, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুর। মঙ্গলবার ভোররাত ২.৩৯ মিনিট নাগাদ হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় মণিপুরে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার আগরতলার প্রায় প্রতিটি বাজারেই এই দৃশ্য পরিলক্ষীত হয়। ছবি-নিজস্ব।

মহারাজগঞ্জ বাজারে ভীড় এরাতে তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। করোনা সংক্রমনের ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারে ভিড় এড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।সাম্প্রতিক তথ্য জানা গিয়েছে রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকাতেই করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাতে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়ছে।পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশাসন কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।বাজার হাটে মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।বিশেষ করে রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ীদের নিয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন।বৈঠকে প্রশাসনের তরফ থেকে সবজি বাজার অন্যত্র খোলা আকাশের নিচে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তাতে আপত্তি জানান সবজি ব্যবসায়ীরা। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক ব্যবসায়ী প্রতিদিন দোকান খোলার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। মহারাজগঞ্জ বাজারে মোট ৪০০ সবজি ব্যবসায়ী রয়েছেন।সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে প্রতিদিন ৮০ জন করে সবজি ব্যবসায়ী দোকান খুলবেন। ভিড় এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ব্যবসা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে।মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে জনস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে ক্রেতাদের ভীড় হারানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারে সবজি ক্রেতা-বিক্রেতাদের ব্যাপক ভিড় প্রতিদিন পরিলক্ষিত হয়।বাজারে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা কোনভাবে সম্ভব হচ্ছিল না।প্রশাসনের তরফ থেকে বারবার আবেদন জানিয়ে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। সে কারণেই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে একটি সুষ্ঠু সমাধান সূত্র খুঁজে বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সে অনুযায়ী প্রতিদিন ৮০ জন করে ব্যবসায়ী মহারাজগঞ্জ বাজারে সবজি নিয়ে বসবেন। তাতে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সার্বিক মঙ্গলের কথা চিন্তা করে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।প্রশাসন এবং ব্যবসায়ী সমিতির এ সিদ্ধান্ত কোন বিক্রেতা অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।শুধু রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারে নয় অন্যান্য বাজার হাটে ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানা গেছে।এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়াস নেয়া হয়েছে তা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় যথেষ্ট সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রয়াত সহকর্মীদের শ্রদ্ধা জানাল ১০৩২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। চারজন সহকর্মীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে মঙ্গলবার আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। এদিন শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। পুলিশের বাধা অতিক্রম করে তারা শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান সংগঠিত করেন।এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এক মাসের মধ্যে তাদেরকে চাকুরীতে নিযুক্ত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন।তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হলে তারা কোনোভাবেই তা মেনে নেবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ওইখানে পুলিশের গুলি বুকে নিতে তারা প্রস্তুত বলেও জানান।উল্লেখ্য চাকরিচ্যুত এখনো পর্যন্ত ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্রমশ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছেন। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে প্রাণহানির ঘটনা ঘটে চলেছে।

ইতিমধ্যেই চাকরিচ্যুত পরিবারে অনাহার-অর্ধাহারে দেখা দিয়েছে।

অনেকের চিকিৎসা করার মতো প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। বিনাচিকিৎসায় অনেকেই কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার জরুরি ভিত্তিতে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের চাকরিতে নিযুক্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করলে পরিস্থিতি আরো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সংগঠন গুলির ইতিমধ্যেই চাকুরীতে নিযুক্তির দাবিতে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

প্যাংগং ঝিলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ শৃঙ্গ নিজেদের দখলে করল ভারত

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.): চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিরোধ করতে গিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল ভারতীয় সেনাবাহিনী।বিতর্কিত প্যাংগং ঝিলের দক্ষিণ তীরবর্তী লাগোয়া থাকুগ পর্বত শৃঙ্গ নিজেদের দখলে করে নিয়েছে ভারত। ইতিমধ্যেই এই শৃঙ্গে বিপুল পরিমাণ সামরিক সমরাস্ত্র মোতায়েন করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ২৯-৩০ আগস্ট রাতে চিনা সেনাবাহিনী যখন ওই শৃঙ্গ থেকে কিছুটা দূরে ছিল তখনই শৃঙ্গের ওপর নিজেদের অধিকার জমায় ভারত। এতে করে কৌশলগত দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফায়দা হল বলে মনে করছে সামরিক বিশেষজ্ঞরা। এছাড়াও প্যাংগং ঝিলের অন্যত্র কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে নিজেদের সামরিক সমাবেশ ঘটিয়েছে ভারত।

গোয়েন্দা সূত্র থেকে ভারতের কাছে আগেই খবর ছিল যে দক্ষিণ প্যাংগং ঝিলের গুরুত্বপূর্ণ শৃঙ্গে দখল করতে আসবে চিন। তাই শৃঙ্গ আগেভাগে দখল করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল ভারতীয় সেনা।এর জন্য অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। চিন যখন শৃঙ্গ দখলের জন্য রওনা দিয়েছে।তখন ভারতীয় সেনা ইতিমধ্যেই শৃঙ্গের উপর বসে ছিল। উল্লেখ করা যেতে থাকুগ নামক এই শৃঙ্গটি ভারতীয় সীমানার মধ্যে বরাবরই ছিল। কিন্তু কখনো ভারত সেখানে সেনা সমাবেশ করেনি। দুই দেশের সেনাবাহিনী যতবার শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক করেছে ততবার এই শৃঙ্গটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কখনো তা নিয়ে সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসেনি।

গোয়ালাবস্তি এলাকায় দুস্কৃতিদের হামলায় আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার গুরখা বস্তি সংলগ্ন গুয়ালা বস্তিতে গতকাল রাতে সুমন সাহা নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে মারধর করেছে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী। জানা যায় সুমন সাহা নামে ওই ব্যক্তি গাড়ি করে বাড়িতে ফিরছিলেন। রাতে গোয়ালা বস্তিতে তার গাড়ি আটক করে তাকে মারধর করা হয়। গাড়িটি ও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। আক্রান্ত সুমন সাহা জানিয়েছেন অভিযুক্তদের তিনি চিনতে পেরেছেন। এ ব্যাপারে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। সুমন সাহা জানান আক্রমণকারীরা তাকে আটক করে জানায় তাদেরকে নাকি খুন করার জন্য পরিকল্পনা করেছে সুমন সাহা সহ অন্যান্যরা। এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগ এনে সুমন সাহাকে আটক করে তারা মারধর করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

বিপিএল পরিবার হওয়া সত্ত্বেও সরকারী সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া ১ সেপ্টেম্বর।। বিপিএল পরিবার হওয়া সত্ত্বেও সরকারী সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত গন্ডাছড়া কালাঝাড়ি থানারাই পাড়ার বাসিন্দা মঙ্গলজয় রিয়াং। জানাগেছে তাদের চার জনের পরিবার। জুম চাষই তাদের জীবিকার একমাত্র উৎস। অত্যন্ত গরিব এই পরিবারটি ভাঙ্গা একটি ছন বাশেঁর ঘরে দিন যাপন করতে হচ্ছে। বৃষ্টি হলে এই ঘরে জল পড়ে। আজ পর্যন্ত তাদের কপালে জুটে নি সরকারী একটি ঘর, এমনকি শৌচালয় থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ সংযোগ। মঙ্গলজয় ঘর পাওয়ার আশায় একাধিকবার সরকারী আমলা থেকে শুরু করে স্থানীয় নেতাদের দারস হয়েছেন। তারপরও কাজের কাজ কিছুই হয় নি।

বিএসএফের তৎপরতায় পাচারকালে আটক গবাদী পশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। বিএসএফের কঠোর মনোভাবের ফলে আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে গবাদিপশু বাংলাদেশের পাচার করা রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছে।ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এর ইয়াকুব নগর সীমান্তে বিএসএফের ১৬৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা সোমবার গভীর রাতে পাঁচটি গবাদিপশু পাচারকালে আটক করতে সক্ষম হয়েছে।জানা গেছে বিএসএফ জওয়ানরা যখন ইয়াকুব নগর সীমান্ত এলাকায় টহল দিচ্ছিল তখন পাচারকারীরা সীমান্ত অতিক্রম করে গবাদি পশু গুলো বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা করছিল। দূর থেকে পাচারকারীদের লক্ষ করে বিএসএফ জওয়ানরা এগিয়ে আসে। তখন ওই গরু পাচারকারীরা গরু গুলি ফেলে পালিয়ে যায়।সীমান্ত এলাকা থেকে পাঁচটি গরু উদ্ধার করা সম্ভব হলেও গরু পাচারকারী আটক করতে পারেনি বিএসএফ জওয়ানরা। তাদেরকে আটক করার জন্য বিএসএফের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।মঙ্গলবার সকালে বিএসএফের পক্ষ থেকে গরু গুলি কদমতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কদমতলা থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে।এদিকে কদমতলা থানার পুলিশ গরুগুলো রক্ষা সমিতির হাতে তুলে দিয়েছে।উল্লেখ্য সীমান্তপথে বাংলাদেশে গরু পাচারের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে।সীমান্তে বিএসএফের নজরদারি কঠোর করার জন্য নির্দেশ দেওয়ার পর থেকে পাচারকারীরা অনেক ক্ষেত্রেই গবাদি পশু গুলো পাচারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে।ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় বেশ কয়েকটি সফল অভিযান সংঘটিত করেছে বিএসএফ জওয়ানরা। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বিদায় প্রণব মুখোপাধ্যায় : শ্রদ্ধা নিবেদন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী-সহ বিশিষ্টদের

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশবাসীকে শোকস্তব্ধ করে না-ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন ভারতরত্ন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। সোমবার দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের আর্মি রিসার্চ এন্ড রেফারেল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। গত ৯ আগস্ট রাতে দিল্লির ১০ রাজাজি মার্গের বাসভবনে শৌচাগারে প্রণববাবু পড়ে যান, তাঁকে ভর্তি করা হয় সেনা হাসপাতালে। সুস্থ হয়ে আর বাড়ি ফিরলেন না তিনি, মঙ্গলবার সকালে ১০ রাজাজি মার্গের বাড়িতে পৌঁছয় প্রণবের নশ্বর দেহ।

এদিন সকালে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রমুখ। প্রণবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত, সেনা প্রধান এম এম নরবনে, বায়ুসেনা প্রধান মার্শাল আর কে এস ভাদৌরিয়া, নৌবাহিনীর প্রধান করমবীর সিং প্রমুখ। এছাড়াও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রমুখ।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রয়াণে কেন্দ্র সাত দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। সরকারি বিনোদন অনুষ্ঠান হবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য কবে ও কোথায় হবে, তা পরে জানানো হবে। তবে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, কোভিড প্রোটোকল মেনে মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত তাঁর মরদেহ রাজাজি মার্গের বাসভবনে শায়িত রাখা থাকবে। দুপুর আড়াইটে নাগাদ শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

বিদ্যুতের খুঁটি থেকে পড়ে আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এর টিলা বাজারে বিদ্যুতের খুঁটির উপর থেকে নিচে পড়ে গিয়ে এক শ্রমিক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহত বিদ্যুৎ শ্রমিকের নাম বেনু ত্রিপুরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এখনো তার জ্ঞান ফিরে নি।জানা গেছে বিদ্যুতের খুঁটি ওপরে ওঠে বিদ্যুৎ লাইনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা সরকার

এক দেশ এক রেশন কার্ড

পরিযায়ী শ্রমিক বন্ধুদের খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ

খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর আওতায় অন্ত্যোদয় অথবা প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড রেশন কার্ডধারী অন্য রাজ্য থেকে আগত শ্রমিক বন্ধুরা ত্রিপুরার যে কোন রেশন দোকান থেকে মাসিক বরাদ্দের খাদ্যশষ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

এই সুবিধা গ্রহন করার জন্য অতি সত্বর মহকুমা শাসক অফিসের খাদ্য বিভাগে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিস্তারিত জানার জন্য নিঃশুল্ক
হেল্প লাইন ১৪৪৪৫/১৯৬৭ অথবা ১৮০০-৩৪৫-৩৬৬৫ নম্বরে ফোন করুন

খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-446/2020-21

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।